শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিগুণাকর গোস্বামী

গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার
হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা

প্রথম সংস্করণ

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিগুণাকর গোস্বামী
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার
হইতে প্রকাশিত।

প্রথম প্রকাশ :
শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী
২৮ মাধব, ৫০২ গৌরাব্দ।
৬ই ফাল্গুন, ১৩৯৫।
ইং ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯।

প্রাপ্তিস্থান :
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা-৩
ও মিশনের অধীন মঠসমূহ।

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮৭ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬।

মুদ্রাকর :
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ
শ্রীভাগবত প্রেস
বাগবাজার, কলি-৩

ভূমিকা

গৌড়দেশ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপা প্রভাবে গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার ধৃষ্টতা গৌরপ্রিয় ভক্তগণ মার্জন করিবেন এই প্রার্থনা।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের কিয়দংশ মিলে গৌড়দেশ বলিয়া কথিত হইত। এই স্থানের প্রকৃত ভৌগোলিক সীমা নির্দ্ধারণ করা এখন সম্ভব নহে। চৈতন্য ভাগবতে ও চৈতন্য চরিতামৃতে গৌড়দেশের উল্লেখ আছে—

তাঁরা বলে "কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড়দেশে।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৪র্থ অঃ

জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয়।

*　　*　　*

নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।

চৈঃ চঃ আদি ১ম ও ৭ম পরিঃ

এই সমস্ত উদ্ধৃতি হইতে গৌড়দেশের একটি ভৌগোলিক সীমা ছিল ইহা বুঝা যায়। হিন্দু পাল রাজাদের ও সেন রাজাদের সময় গৌড়ে রাজধানী ছিল। সেই গৌড় একটি নগর বিশেষকে বুঝাইত।

শ্রীগৌড়মণ্ডল

ব্রজমণ্ডল বলিতে যেমন চৌরাশী ক্রোশ পরিধিযুক্ত একটি প্রায় বৃত্তাকার পথকে বুঝায়, তেমনি শ্রীগৌর জন্মভূমিকে কেন্দ্র করিয়া সওয়া তের ক্রোশ ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটি বৃত্ত অঙ্কন করিলে ঐ বৃত্তের পরিধিকে গৌড়মণ্ডল বলা যায়। এইরূপে রচিত পরিধিকে গৌড়মণ্ডল বলিলেও শ্রীগৌরসুন্দরের সমস্ত লীলাভূমি ও শ্রীগৌরপার্ষদ-বর্গের আবির্ভাব ভূমি ও লীলাভূমি এই পরিধির উপর অবস্থিত নহে। কাজেই গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা বলতে শ্রীগৌরসুন্দরের ও তাঁহার

পার্ষদগণের লীলাস্থলী পরিক্রমা বুঝিতে হইবে। সামর্থ্য থাকিলে পদব্রজে এইসকল লীলাস্থলী দর্শন ও গৌরপার্ষদগণের দ্বারা প্রকটিত শ্রীবিগ্রহগণের অপূর্ব দর্শন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমার ন্যায় শ্রেষ্ঠ শুদ্ধভক্তির যাজন আর দ্বিতীয় নাই।

শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস।

বর্তমান যুগে ক্ষীণবল, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারাও রেল ও বাসের সহায়তায় অল্পায়াসে সকল স্থান দর্শন করিতে পারেন। বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে বহুস্থানে পীচের রাস্তা হওয়ায় সর্বত্রই মোটর যান চলাচল করিতে পারে। শ্রীগৌড়মণ্ডলের দর্শনীয় স্থানগুলি সকলই প্রায় মোটর যান চলাচলের উপযোগী রাজপথ দ্বারা যুক্ত। আবার নিকটবর্তী রেলষ্টেশন হইতে বাসযোগে অথবা সাইকেল রিক্সা যোগে সকল স্থানে যাতায়াত সুবিধাজনক।

এই গ্রন্থে নিকটবর্তী রেল ষ্টেশনের নাম এবং আনুমানিক দূরত্ব দেওয়া হইল। প্রায় সকল পাটেই প্রসাদ পাওয়ার সুবিধা আছে। একটু পূর্ব হইতে জানাইলেই প্রসাদের সুবিধা পাওয়া যায়। শ্রীপাটের সেবকগণ খুব অমায়িক এবং বৈষ্ণবগণকে আদর করিয়া থাকেন। সাধ্যমত সেবা করিলে আহার ও বাসস্থানের কোথাও অসুবিধা হয় না।

শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদগণ যে সমস্ত শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিয়াছেন এবং ঐ সকল চিন্ময় শ্রীবিগ্রহগণ তাঁহাদের সহিত যে সকল অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করিয়াছেন উহা অবিশ্বাসীর চোখে অসম্ভব মনে হইলেও ভক্তগণ প্রেমের দৃষ্টিতে উহার মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ তিন একরূপ এই বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভক্তের প্রীতিমাখা সেবায় বশীভূত হয়ে তাহাদের দেওয়া সামান্য উপহার অতি যত্নের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। আবার কোথাও নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে নিজ ভক্তের সেবা গ্রহণ করার ইচ্ছা করে সেই ভক্তের দ্বারে ভূগর্ভ হইতে তার দ্বারে আবির্ভূত হইয়াছেন। এইসকল ভক্ত-ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাকথা শ্রবণ

করাই শুদ্ধভক্তির সাধন। গৌড়মণ্ডলের গ্রামে গ্রামে শ্রীগৌর, নিতাই ঠাকুরের কত লীলা বিরাজিত উহা একবার পরিদর্শন না করিলে কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

সকল স্থানে সেবার ঔজ্জ্বল্য না থাকিলেও শ্রীবিগ্রহগণ এত সুন্দর যে মনে হয় রূপ ফুটে বাহির হচ্ছে। দর্শনেই আনন্দ হয়। এই দর্শন দেওয়ার নিমিত্তই মহতের দ্বারা প্রকটিত শ্রীবিগ্রহগণ অদ্যাপিও বিরাজিত থাকিয়া সকলের নয়নেন্দ্রিয়ের দ্বারে হৃদয়াসনে উপবেশন করেন। শ্রীমুকুন্দ দাসের শিশুপুত্র শ্রীরঘুনাথ দাসের নৈবিদ্য শ্রীবিগ্রহ তাহার সমক্ষে ভোজন করিয়াছেন। উহা পরীক্ষা করিতে গিয়া মুকুন্দদাস দর্শন করিলে অর্ধ-লাড়ু এখনও মুখে রহিয়া গিয়াছে। এইসকল লীলাই ভক্তি সাধনের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীভগবান্ যখন প্রপঞ্চে অবতার লীলা করেন তখন তিনি তাঁহার চিন্ময় ধাম ও নিত্য ধামের পার্ষদবৃন্দকে ভৌম প্রপঞ্চে প্রকটিত করান। তাই তাঁহার প্রাপঞ্চিক ধামও চিন্ময় ও পার্ষদবৃন্দ বৈকুণ্ঠ বস্তু এই দৃষ্টিতে দর্শন করিলেই চিন্ময় ধামের স্বরূপ উপলব্ধি হইবে। ধাম ও ধামেশ্বরের কৃপাই ধাম দর্শনের পাথেয়। এই কৃপা যে ভাগাবান পেয়েছেন তিনিই ধামকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবেন। যে পর্যান্ত জীব মায়াবদ্ধ অবস্থায় থাকে ততদিন তাহার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুর পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাহার চক্ষে সকলই মায়িক মনে হয়। কোন ভাগ্যক্রমে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যদি ভক্তি চক্ষু খুলে যায় তবেই অপ্রাকৃত দর্শন খুলে যায়। সাধারণভাবে দর্শন করিলেও বস্তুশক্তির মহিমায় কিঞ্চিদধিক ফললাভ ঘটে। মহাজন কীর্তন করিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি।
সপার্ষদ স্বীয় ধামসহ অবতরি॥
অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

এখানে উল্লেখ্য গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডি স্বামী

শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব বৈষ্ণব মহারাজ শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা কালে শ্রীবিগ্রহগণের আলোক চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। উহার ব্লক করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উহার দর্শনে পাঠকগণ মহাজনগণ প্রকটিত শ্রীবিগ্রহগণের অপরূপ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে কিঞ্চিদধিক সমর্থ হইবেন।

বর্তমান ভৌগোলিক সীমার মধ্যে শ্রীগৌড়মণ্ডল, চব্বিশ পরগণা, যশোহর, নদীয়া, রাজসাহী, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমান প্রভৃতি জেলা অবস্থিত। এই সমস্ত জেলায় শ্রীগৌর পার্ষদগণের শ্রীপাট অবস্থিত। যে স্থানে একাধিক পার্ষদগণ আবির্ভূত হয়েছেন তাহাকে মহাপাট আখ্যা দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে যেস্থানে একমাত্র ভক্ত আবির্ভূত হয়েছেন তাহাকে শ্রীপাট বলা হয়।

ভক্তগণের সুবিধার জন্য প্রত্যেক স্থানের নিকটবর্তী রেল ষ্টেশনের নাম এবং কলিকাতা হইতে দূরত্ব দেওয়া হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে বর্তমানে বাসরুটে পরিক্রমা করাই সুবিধাজনক। প্রায় সর্বত্রই পীচের রাস্তা হওয়ায় সকল স্থানের সঙ্গেই বাস সংযোগ আছে। এই গ্রন্থে স্থানগুলি বর্ণনাক্রমিক দেওয়া হইল। পরিক্রমাকারী ভক্তগণের সুবিধানুসারে তিনি ক্রমস্থির করিয়া লইবেন। যে সকল শ্রীপাট বর্তমান বিভক্ত বঙ্গদেশের বাংলাদেশে অবস্থিত সে সকল স্থানে যেতে হলে পাশপোর্ট ও বাংলাদেশী ভিসা সংগ্রহ করিয়া যেতে হবে। এই গ্রন্থের শেষভাগে অবস্থিত গ্রন্থকারের নিজ অভিজ্ঞতা হইতে প্রসূত একটি পরিক্রমার ক্রম দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমায়াপুর ধামে অবতীর্ণ হইয়া, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণের দ্বারে সুবিমল প্রেম জগতে বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আদি লীলার নবম পরিচ্ছেদে রূপক ছলে বর্ণনা করিয়াছেন—

পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী, নাহি লয় মূল॥

*　　　*　　　*

অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি' ফেলে চতুর্দিশে।
দরিদ্র কুড়াঞা খায়, মালাকার হাসে॥

*　　　*　　　*

অতএব আমি আজ্ঞা দিলু ঁ সবাকারে।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ' যারে তারে॥
অতএব সব ফল দেহ' যারে তারে।
খাইয়া হউক্ লোক অজর অমরে॥
ভারত-ভূমিতে হইল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি, কর পর-উপকার॥

এইসকল পার্ষদবৃন্দসহ শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীগৌড়মণ্ডলে বিহার করিয়াছেন। তাই শ্রীগৌড়মণ্ডল সর্বতীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। ভাগ্যবান্ জীব শ্রীগৌড়মণ্ডলে, শ্রীগৌর পার্ষদগণের লীলাভূমি দর্শন করিয়া ধন্য হউন শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ কমলে এই প্রার্থনা। এই গ্রন্থ ভক্তি-রসিকগণের যদি সামান্যতম সহায়তা করিতে সমর্থ হয় তবে গ্রন্থকার ধন্যাতিধন্য হইবে।

এই গ্রন্থে বর্ণিত সমস্ত শ্রীপাট দর্শন করার সৌভাগ্য গ্রন্থকারের ভাগ্যে ঘটে নাই। কাজেই সমস্ত শ্রীপাটগুলি যে কিভাবে তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন বলা যায় না। শ্রীগৌরভক্ত মহাজনগণ দর্শন করিয়া জানাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে উহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। এই গ্রন্থের উপজীব্য হিসাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভক্তিরত্নাকর, শ্রীচৈতন্যভাগবত, প্রেমবিকাশ ও গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নিজস্ব পরিক্রমার অভিজ্ঞতা। ইহা উল্লেখ্য গ্রন্থকারের প্রধান প্রধান শ্রীপাটগুলির দর্শন সৌভাগ্য হইয়াছে।

পরিশেষে ধাম চিন্ময় বস্তু। ইহার দর্শনের অধিকারী কেবল শ্রীগৌরের নিজজন। আর শ্রীগৌরের নিজজনের কৃপাপাত্রগণ।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর কীর্ত্তন করিয়াছেন—

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করিমানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ।

তাই নিখিল বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণকমলে সকাতর প্রার্থনা কৃপা-পূর্বক নিজগুণে আমার সকল দোষ ত্রুটী মার্জনা করিয়া নিজ নিজ চরণরেণু আমার মস্তকে প্রদান করিয়া এ দীনাতিদীন অধমকে ধন্য করুন। এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন করিয়া ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবন্ধু ভিক্ষু মহারাজ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

সুধী পাঠকবর্গের কাছে সবিনয় নিবেদন, সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রণভ্রান্তি ঘটেছে এর জন্য গ্রন্থকার আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। ৫ পৃষ্ঠার ১৪, ১৫, ২০ পংক্তিতে যথাক্রমে 'থানা' স্থলে 'খানা' হইবে এবং 'গেড়েশ্বর' স্থলে 'মৌরেশ্বর' হইবে। ইহা ছাড়া ৩২ পৃঃ ১১ পংক্তিতে 'কোঠা' স্থলে 'টোটা' হইবে।

ইতি
বৈষ্ণব চরণরেণু ভিক্ষু
দীনহীন
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিগুণাকর গোস্বামী

সূচীপত্র

শ্রীপাটের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ
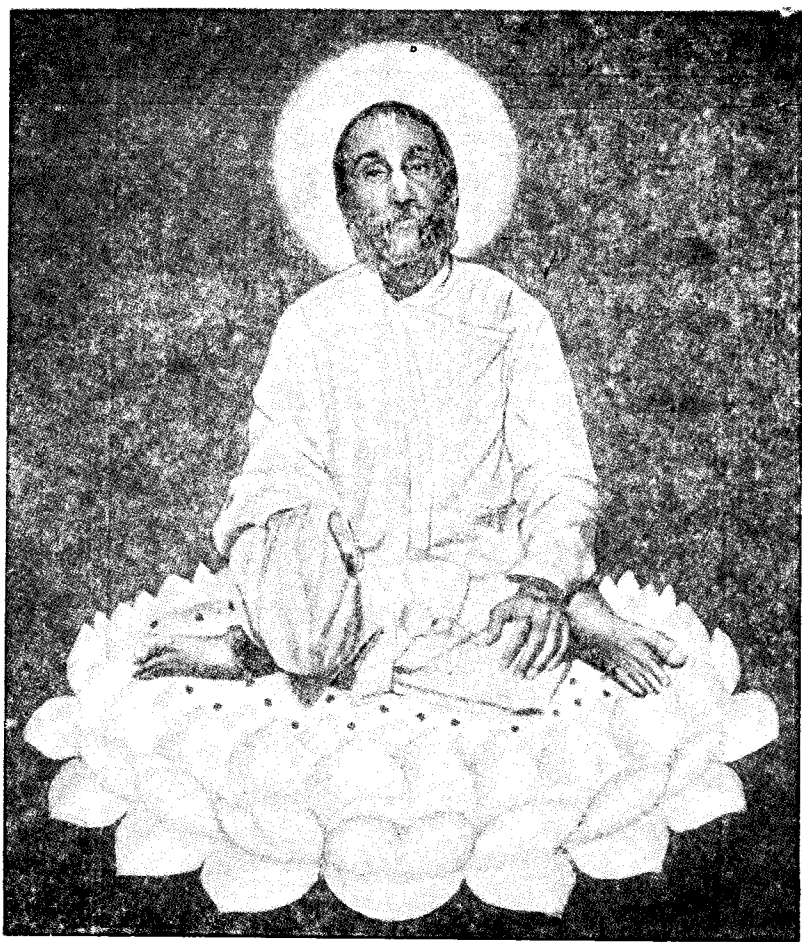
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা

শ্রীগৌড়মণ্ডলের তীর্থসমূহ

অগ্রদ্বীপ—অগ্রদ্বীপ বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া বারহারোয়া রেলপথের নবদ্বীপ ধাম ষ্টেশন হইতে ২৬ কিলোমিটার উত্তরে, কাটোয়া হইতে ১৩ কিঃ মিঃ দক্ষিণে অবস্থিত অগ্রদ্বীপ ষ্টেশন। এই ষ্টেশন হইতে তিন কিঃ মিঃ দূরে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, শ্রীমাধব ঘোষ ও শ্রীবাসুদেব ঘোষের বাস ছিল। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর অগ্রদ্বীপে শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি পুত্রবৎ বাৎসল্যে শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন। পুত্রের অকাল মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত হইলে শ্রীগোপীনাথ শ্রীগোবিন্দঘোষকে সান্ত্বনা দিয়া তাহার শ্রাদ্ধ নিজে করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। চৈত্রী কৃষ্ণা একাদশীতে প্রত্যব্দ ঐ শ্রাদ্ধকার্য শ্রীগোপীনাথ করিয়া থাকেন। শ্রীবাসুঘোষ শ্রীমাধবঘোষ ও শ্রীগোবিন্দঘোষ তিনজনই শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্তনীয়া ছিলেন। তাঁহাদের রচিত অপূর্ব কীর্তন সম্ভার গৌড়ীয়গণের পরমাদরের বস্তু। এখানে শ্রীগোবিন্দ ঘোষের সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়।

অম্বুলিঙ্গ ঘাট—চব্বিশ পরগণা জেলার ছত্রভোগ নামক গ্রামের গঙ্গার একটি ঘাট। শিয়ালদহ লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে শিয়ালদহ হইতে ৫০ কিঃ মিঃ দূরে জয়নগর মজিলপুর ষ্টেশন তথা হইতে প্রায় ৫ কিঃ মিঃ দূরে অম্বুলিঙ্গ ঘাট। বর্তমানে গঙ্গা বহুদূরে সরিয়া যাওয়ায় ঘাটের কোন চিহ্ন বিদ্যমান নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর ১৪৩১ শকাব্দে নীলাচল যাওয়ার পথে এই স্থানে আসিয়া অম্বুলিঙ্গ ঘাটে স্নানাদি করিয়া এই স্থানকে মহাতীর্থে পরিণত করেন। এই স্থানে অম্বুলিঙ্গ শিবের মন্দির আছে। সম্মুখে প্রশস্ত নাট্যমন্দির। মন্দিরের সন্নিকটে একটি পুকুর আছে উহাতে লোকে গঙ্গা-জ্ঞানে স্নান করিয়া

থাকেন। নিকটবর্তী একটি জলাশয়কে স্থানীয় লোকেরা চক্রতীর্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। এই ছত্রভোগের তৎকালীন অধিকারী রামচন্দ্র খানকে মহাপ্রভু কৃপা করেন এবং রামচন্দ্র খানের প্রদত্ত নৌকাযোগে ওড্রদেশ গমন করেন। অম্বুলিঙ্গ শিব একটি গৌরী-পট্টাকার প্রস্তরময় খাতের মধ্যে শিবলিঙ্গ বিরাজিত। ঐ খাতটি জলপূর্ণ থাকে। শিবের ললাটে রৌপ্যময় অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত। উপরিভাগে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্রীগোপাল বিগ্রহ আছেন।

ছত্রভোগ গ্রামে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য পাদপীঠ স্থাপন করেন। ঐ পাদপীঠে ছোট একটি মন্দির আছে। স্থানীয় সেবক যত্ন সহকারে পাদপীঠের সেবা করিয়া থাকেন।

অনন্তনগর—হুগলী জেলায় খানাকুলের সন্নিকটে বিদ্যমান। তারকেশ্বর রোড হইতে একটি রাস্তা খানাকুলে গিয়াছে। ঐ রাস্তায় বাস চলে। বাসেই অনন্তনগর যাওয়া যায়। অনন্ত নগরে শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীহীরামাধবের শ্রীপাট।

আকাইহাট—বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া বারহারোয়া লাইনে হাওড়া হইতে ১৩৭ কিঃ মিঃ দূরে দাইহাট ষ্টেশন তথা হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে আকাইহাট। এখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীকালাকৃষ্ণদাসের শ্রীপাট বিরাজিত। এখানে শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস ঠাকুরের শ্রীপাটও বিদ্যমান। কিংবদন্তি আছে যখন শ্রীঅভিরাম ঠাকুর বালক শ্রীরঘুনন্দনের দর্শনেচ্ছু হইয়া শ্রীখণ্ডে গমন করেন তখন শ্রীরঘুনন্দনের পিতা শ্রীমুকুন্দদাস পুত্রের গৃহত্যাগের ভয়ে লুকাইয়া রাখেন। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর নিকটবর্তী বড়ডাঙ্গী নামক স্থানে বিশ্রাম করেন। শ্রীরঘুনাথ গোপনে আসিয়া বড়ডাঙ্গীতে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের সহিত মিলিত হন। উভয়ের মিলনে যে আনন্দোৎসব হইয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সেইকালে ঠাকুর রঘুনন্দন চরণ ঝাড়িলে নূপুর গিয়া আকাইহাটে পড়িয়াছিল। বর্তমানে একটি ছোট পুকুরকে নূপুরকুণ্ড বলা হয়।

আটিসারা—২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ সাউথ ষ্টেশন হইতে ডায়মণ্ডহারবার লাইনে ২৫ কিঃ মিঃ দূরে বারুইপুর ষ্টেশন। তথায় নামিয়া নিকটেই শ্রীঅনন্ত আচার্য্যের পাট। ১৪৩১ শকাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তে নীলাচল যাত্রাপথে এখানে শ্রীঅনন্ত আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। ভাগ্যবন্ত শ্রীঅনন্ত আচার্য্যের গৃহে শ্রীকৃষ্ণকথা রঙ্গে সর্বরাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিবস ছত্রভোগ পথে যাত্রা করেন।

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২য় অধ্যায় ঃ—

হেনমতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসি আটিসারা নগরেতে॥
সেই আটিসারা গ্রামে মহাভাগ্যবান্।
আছেন পরমসাধু শ্রীঅনন্ত নাম॥
রহিলেন আসি প্রভু তাঁহার আলয়।
কি কহিব আর তাঁর ভাগ্য সমুচ্চয়॥
অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর॥
বৈকুণ্ঠের পতি আসি' অতিথি হইলা।
সন্তোষে ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা॥
সর্বরাত্রি কৃষ্ণ-কথা-কীর্তন-প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত-গৃহে রঙ্গে॥

আম্বুয়া মুলুক—বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত হাওড়া বারহারোয়া রেলপথে হাওড়া হইতে ৮২ কিঃ মিঃ দূরে অম্বিকা কালনা ষ্টেশনে নামিয়া বাসে প্যারীগঞ্জ নামিতে হইবে। আম্বুয়ার বর্তমান নাম প্যারীগঞ্জ। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবেশ মূর্তি শ্রীনকুল ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৫ ও ২।১৬-৩২—

সাক্ষাৎ দর্শনে প্রায় সব নিস্তারিলা।
নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে আবিষ্ট হইলা॥

আম্বুয়া মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো বড় অধিকারী॥
গৌড়দেশের লোক নিস্তারিতে মন হৈল।
নকুল হৃদয়ে প্রভু আবেশ' করিল॥

শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী আবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় হাস্য, উদ্দণ্ড নৃত্য, ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় হইয়াছিল। সকলে তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু জ্ঞানে সেবা করিতেন। শ্রীশিবানন্দ সেন পরীক্ষা করিবার মানসে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীশিবানন্দ সেনকে ডেকে কাছে আনিয়া চতুরক্ষর গোপাল মন্ত্র তাহার ইষ্টমন্ত্র ইহা বলিয়া দেওয়ায় তাহার প্রতীতি জন্মিল।

আলমগঞ্জ—মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এখানে প্রভু শ্যামানন্দের লীলাভূমি। বড় কোলাগ্রামে শ্যামানন্দ প্রভু একটি মহোৎসব করেন। ঐ মহোৎসবে ঐ দেশাধিপতি 'হরিবোলা' নামক যবন রাজা উৎসব দর্শনে আগমন করেন এবং প্রভু শ্যামানন্দের অলৌকিক মহিমা দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তাহার শরণ গ্রহণ করেন। একসময় প্রভু শ্যামানন্দ রসিকানন্দকে সঙ্গে লইয়া ঐ যবন গৃহে গমন করেন। যবনরাজ তাহার গৃহে একটি মহোৎসব করিতে অনুরোধ করিলে শ্যামানন্দ প্রভু তথায় তিন দিন অবস্থান করিয়া মহোৎসবের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেন।

উদ্ধারণপুর—হুগলী জেলায় অবস্থিত। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট অবস্থিত। কালনা বাস রাস্তার অতি সন্নিকট। বাসে উদ্ধারণপুর নেমে হাঁটা পথে দশ মিনিটের রাস্তা। সুরম্য মন্দির ও প্রশস্ত নাট্যমন্দির। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সেবার ঔজ্জ্বল্যের নিদর্শন। এখানে শ্রীউদ্ধারণদত্ত ঠাকুরের সমাধি বিরাজিত। একটি মালতীকুঞ্জ দেখা যায়। কিংবদন্তী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ডাল রান্নার কাটা পুতে দিলে উহা হইতে এই মালতী লতার উৎপত্তি হইয়াছে। এই বাস রাস্তার পশ্চিম দিকে প্রায় এক কিলোমিটার দুরে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর জন্মস্থান দর্শন করা যায়।

উলা—নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ কৃষ্ণনগর রেলপথে রাণাঘাটের একটি ষ্টেশন পর বীরনগর ষ্টেশন শিয়ালদহ হইতে ৮২ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। বীরনগরে নামিয়া হাঁটা পথে অথবা সাইকেল রিক্সা যোগে মুস্তৌফি বাড়ী যাওয়া যায়। উলার সম্ভ্রান্ত মুস্তৌফি বংশ আভিজাত্য ও প্রতিপত্তিতে বিখ্যাত ছিলেন। এই বংশে স্বনামধন্য ঈশ্বর চন্দ্র মুস্তৌফি মহাশয়ের দৌহিত্ররূপে বর্তমান শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল পুরুষ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর আবির্ভূত হন। ঠাকুরের জন্মস্থানে একটি ছোট মন্দির স্থানটী নির্দেশ করিতেছে। নিকটে আম্রকুঞ্জে একটি আম্র বৃক্ষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রোপিত বলিয়া নির্দেশিত হয়। মৌস্তাফিদের প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ শিবমন্দির এখনও বিদ্যমান আছে। দ্বিতল একটি প্রাচীন গৃহে শ্রীল ঠাকুরের তৈলচিত্র আছে। গৃহটী পুরাতন এবং জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে।

একচক্রা—একচক্রার বর্তমান নাম বীরচন্দ্রপুর। বীরভূম জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে বৰ্দ্ধমান আসানসোলের মধ্যে থানা জংশন; থানা জংশন হয়ে সাইথিয়ায় নামিতে হইবে। হাওড়া হইতে সাইথিয়ার দূরত্ব ১৭৯ কিঃ মিঃ। সাইথিয়া হইতে বাসযোগে বীরচন্দ্রপুর যাওয়া যায়। অথবা রামপুরহাট ষ্টেশনে নামিয়া তথা হইতে বাসযোগে বীরচন্দ্রপুর যাওয়া যায়। এই একচক্রাতে শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন কলেবর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব স্থান। বীরচন্দ্রপুরে গৌড়েশ্বর শিব বিদ্যমান আছেন।

রাঢ় মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান্॥
মৌড়েশ্বর নামে দেব আছে কথোদূরে।
যাঁরে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে॥
সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত।
মহাবিরক্তের প্রায় দয়ালু চরিত॥
তাঁর পত্নী পদ্মাবতী নাম পতিব্রতা।
পরম বৈষ্ণবী-শক্তি সেই জগন্মাতা॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩য় অধ্যায় (৬১-৬৪)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ১২ বৎসর পূর্বে ১৩৯৫ শকাব্দে একচক্রা গ্রামে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত ও মাতার নাম পদ্মাবতী। হাড়াই পণ্ডিতের সাতটী পুত্র ছিল, সর্বজ্যেষ্ঠ শ্রীনিত্যানন্দ। বাল্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গী বালকগণকে নিয়া শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলা অভিনয় করিতেন। বয়স্ক ব্যক্তিগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তুমি এসকল কোথায় শিখিলে"। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উত্তর দিতেন, "এসকল আমার লীলা"। তবুও তাহান মায়ায় কেহই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিত না। ভগবান্ কৃপা করিয়া না জানাইলে কেহই তাঁহাকে চিনিতে বা জানিতে পারে না। পিতা হাড়াই পণ্ডিত সর্বদাই শ্রীনিত্যানন্দকে কাছে কাছে রাখিতেন।

তিলমাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা।
যুগপ্রায় হেন বাসে ততোধিক পিতা॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দ পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া॥

* * *

এইমত পুত্র সঙ্গে বুলে সব ঠাঁই।
প্রাণ হৈল নিত্যানন্দ শরীর হাড়াই॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩য় অধ্যায় (৭০-৭৫)

বাল্যক্রীড়াছলে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিলেও শিশুজ্ঞানে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এরূপে বাল্যক্রীড়া রসে মত্ত ছিলেন। এই সময় শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ অতিথিরূপে হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হন। পূর্বে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে হাড়াই পণ্ডিতের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনিত্যানন্দকে যাচ্ঞা করেন। হাড়াই পণ্ডিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ভয়ে প্রাণসম প্রিয় পুত্রটীকে সন্ন্যাসীর হাতে তুলে দেন। এইরূপে ভঙ্গী করে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু পিতা মাতা স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া সকল তীর্থ ভ্রমণান্তে শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মিলিত হন।

শ্রীমন্দিরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। নিকটে একটি বটবৃক্ষ ও তৎসংলগ্ন মন্দির ষষ্ঠীপূজার স্থান। পদ্ম পুকুর যে পুকুরটী মাতা পদ্মাবতী পিতৃ গৃহের যৌতুক স্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। পুকুরটীর জল স্বচ্ছ। অল্প দূরে সিদ্ধ বকুল বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। এখান হইতে প্রায় ৫ কিমিঃ দূরে "কুণ্ডলীতলা" বা কুণ্ডলীদলন স্থান আছে। কুণ্ডলী নামক একটি বিষধর সর্পের অত্যাচারে গ্রামবাসিগণ গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবধূতাশ্রম বাসকালে একবার একচক্রায় এসে গ্রামবাসিগণের বিপদ দর্শন করিয়া ঐ সর্পকে দলন করিয়া উদ্ধার করেন। সেই থেকে ঐ স্থানকে কুণ্ডলীতলা বলা হয়। শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবা মাতা ঠাকুরাণী শ্রীবৃন্দাবন যাত্রাকালে একচক্রায় এসেছিলেন এবং এই কুণ্ডলীতলায় বিশ্রাম করেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু পিতৃদেবের জন্মস্থান দর্শন করিতে আসেন এবং এই স্থানকে "বীরচন্দ্রপুর" আখ্যায় আখ্যায়িত করেন।

পাণ্ডবগণ বনবাসকালে এখানে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

একচক্রা গ্রাম নাম বহুকাল হৈতে।
বনবাসে পাণ্ডবাদি ছিলেন এথাতে॥
এ প্রদেশে ছিল দুষ্ট রাক্ষস অসুর।
সে সভে পাণ্ডব পাঠাইল যমপুর॥
কহয়ে প্রাচীনে এ পরম পুণ্যস্থান।
এ গ্রামেতে অনেক দেবের অধিষ্ঠান॥

কিংবদন্তি আছে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু একচক্রা গ্রামে শ্রীবঙ্কিমদেব বিগ্রহে আত্মগোপন করেন।

এঁড়িয়াদহ—কলিকাতা হইতে চার ক্রোশ উত্তরে চব্বিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শ্যামবাজার হইতে বাসযোগে কামারহাটী মিউনিসিপ্যালিটীর নিকট নামিয়া যাইতে হয়। এখানে শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীগদাধরদাসের শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ

প্রভুকে আদেশ দিয়া শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রেম বিতরণের জন্য প্রেরণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রথমে পাণিহাটীতে ও তৎপর শ্রীগদাধর দাসের গৃহে আগমন করেন।

শ্রীকবিকর্ণপুরকৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশে—

রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তি পুরা ব্রজে।
সাদ্য গৌরাঙ্গ নিকটে দাসবংশ্যো গদাধরঃ॥
পূর্ণানন্দো ব্রজে যাসীদ্বলদেব-প্রিয়াগ্রণী।
সোঽপি কার্যবশাদেব প্রাবিশস্তং গদাধরম্॥

শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীদাস গদাধর শ্রীমতী রাধিকার বিভূতিস্বরূপা চন্দ্রকান্তি এবং গোপীভাবে পূর্ণানন্দ। শ্রীদাস গদাধরেতেই শ্রীবলদেবের প্রিয়াগ্রণী প্রবেশ করিয়াছেন।

এড়িয়াদহ গ্রামে শ্রীদাস গদাধরের গৃহে এসে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দেখিলেন, শ্রীগদাধর গোপীভাবে বিভাবিত হ'য়ে গঙ্গাজলপূর্ণ কলস মস্তকে নিয়া দুধ বিক্রয় করিতেছেন।

একদিন গদাধর দাসের মন্দিরে।
আইলেন, তান প্রীতি করিবার তরে॥
গোপীভাবে গদাধরদাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময়॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকেন "কি কিনিবে গো-রস॥
শ্রীবালগোপাল মূর্তি তান দেবালয়।
আছেন পরম লাবণ্যের সমুচ্চয়॥
দেখি বালগোপালের মূর্তি মনোহর।
প্রীতে নিত্যানন্দ লইল বক্ষের উপর॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য

সেই বালগোপাল শ্রীমূর্তিটি অদ্যাপিও শ্রীগদাধরদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে বিরাজিত আছেন।

এড়িয়াদহ গ্রামের কাজী সংকীর্তন বিরোধী ছিলেন। একদিন
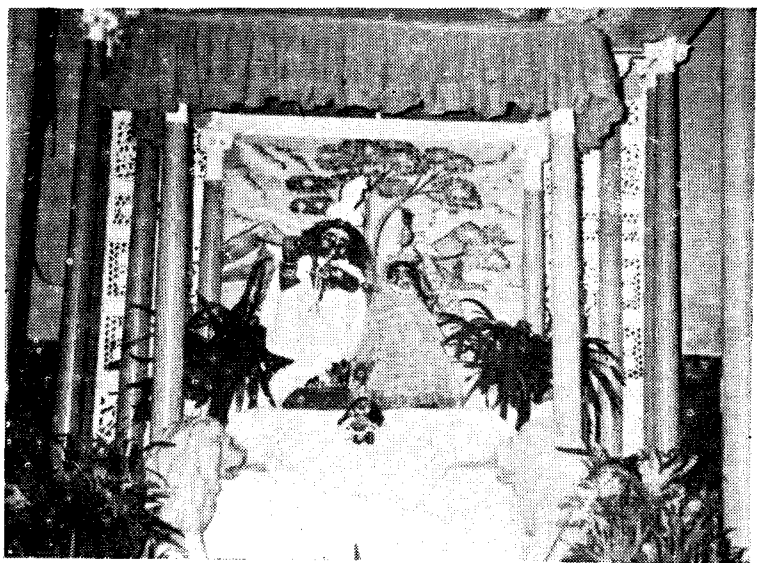
এঁড়িয়াদহে-দ্বাদশ গোপালের অন্যতম দাস গদাধরের শ্রীপাট। সিংহাসনে সেবিত শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ। নিম্নে দাস গদাধরের সেবিত বালগোপাল মূর্তি। (পৃঃ ৭)

থানাকুল কৃষ্ণনগরে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরের শ্রীপাট। মধ্যে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ, দক্ষিণে বলদেব ও বামে অভিরাম ঠাকুর (পৃঃ ১৮)
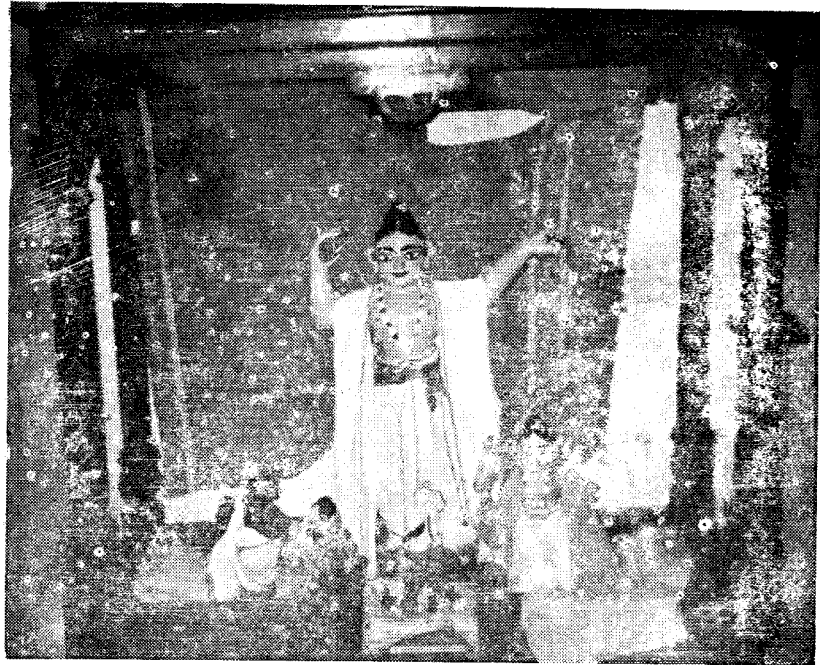
শ্রীখণ্ডের শ্রীপাটে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের সেবিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্তি

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর শ্রীপাট — শ্রীপাট যাজিগ্রাম। (পৃঃ ৫২)

রাত্রিকালে শ্রীগদাধরদাস প্রভু কাজীকে উদ্ধার করার মানসে তাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজী বাহির হইলে তাহাকে হরিনাম করিতে আদেশ করেন। কাজী তাঁহার উন্মত্তভাব দর্শনে তাঁহাকে বলিলেন আজ আপনি ঘরে যান আমি কাল "হরি" বলিব। গদাধর প্রভু কাজীর মুখে হরিনাম শুনে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

গদাধর বলে আর কালি কেনে।
এইত বলিলা হরি আপন বদনে॥
আর তোর অমঙ্গল নাহি কোনক্ষণে।
যখনে করিলা হরিনামের গ্রহণে॥

—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য)

তদবধি সেই দুর্বার কাজীর মন ভাল হইয়া গেল। সে আর কীর্তনে বিরোধ করিত না।

শ্রীদাস গদাধরের অপ্রকটের পর তাঁহার প্রিয়শিষ্যবর্গ গঙ্গাতটে তাঁহার সমাধি প্রদান করেন। বর্তমানে নারকেল ডাঙ্গার মল্লিক পরিবার সমাধি স্থানটী ও শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহের সেবাকার্য ঔজ্জ্বল্যের সহিত নির্বাহ করিতেছেন। কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমী দিবসে শ্রীল গদাধর দাসের তিরোভাব মহোৎসব হইয়া থাকে।

কাঞ্চনগড়িয়া—মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। হাওড়া বারহারওয়া রেলপথে হাওড়া হইতে ১৭৫ কিমিঃ দূরে অবস্থিত বাজারসাউ ষ্টেশন ; তথা হইতে এক মাইলের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তনীয়া দ্বিজ হরিদাসের শ্রীপাট বিরাজিত। দ্বিজ হরিদাসের দুইটি পুত্র শ্রীদাস ও শ্রীগোকুলানন্দ চক্রবর্তী। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য ছয় চক্রবর্তীর মধ্যে শ্রীদাস ও শ্রীগোকুলানন্দ স্থান প্রাপ্ত হয়েন। মাঘী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে দ্বিজ হরিদাস অপ্রকট হয়েন। তাহার পুত্রদ্বয় কাঞ্চনগড়িয়াতে তদুপলক্ষে মহামহোৎসবের আয়োজন করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রমুখ তৎসমসাময়িক বহু বৈষ্ণবগণ উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

কালনা—বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া বারহারওয়া

রেলপথে হাওড়া হইতে ৮২ কিমিঃ দূরে অম্বিকা কালনা ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে দেড়মাইল পূর্বে শ্রীগৌরপার্ষদ ব্রজের সুবল সখা শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট। এখানে শ্রীগৌরীদাসের প্রাণধন নিতাই গৌরাঙ্গ বিগ্রহ বিরাজিত। ইহাদের আদি নিবাস ছিল সালিগ্রামে। তথা হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসূর্যদাসের আদেশ নিয়া কালনায় এসে বাসস্থান নির্মাণ করেন।

তখনকার দিনে কালনা অতিশয় নির্জন স্থান ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপ লীলাকালে হরিনদী গ্রাম হইতে কালনা আসেন নৌকাযোগে। তীরে উঠিয়া তেঁতুল তলায় বিশ্রাম করেন। গৌরীদাস বিশ্রামস্থলীতে আসিয়া প্রাণের ঠাকুরদ্বয়কে স্বগৃহে নিয়া আসেন। তথায় শ্রীগৌরী-দাসকে স্বহস্ত লিখিত গীতাপুঁথি ও নৌকার বৈঠাটী দিয়া বলেন—এই বৈঠার সাহায্যে তুমি জীবকুলকে ভবসমুদ্র পার করিবে।

পণ্ডিতে কহয়ে শান্তিপুরে গিয়াছিনু।
হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িনু॥
গঙ্গাপার হৈনু নৌকা বাহিয়া বৈঠায়।
এই সেই বৈঠা এবে দিলাম তোমায়॥
ভবনদী হইতে পার করহ জীবেরে।

*   *   *

কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের চরিত।
পণ্ডিতে দিলেন আপনার গীতামৃত॥
কিছুদিনে পণ্ডিত আসিয়া অম্বিকায়।
প্রভুদত্ত গীতাপাঠ করেন সদায়॥
প্রভুর শ্রীহস্তের অক্ষর গীতাখানি।
দর্শনে যে সুখ তাহা কহিতে না জানি॥
প্রভু দত্ত গীতা বৈঠা প্রভু সন্নিধানে।
অদ্যাপিহ অম্বিকায় দেখে ভাগ্যবানে॥

—(শ্রীভক্তিরত্নাকর—৭ম তরঙ্গ)

বর্ত্তমানকালেও অম্বিকা কালনার শ্রীমন্দিরে সেই বৈঠা ও শ্রীগীতা

পুস্তক দর্শন করিয়া সকলে ধন্য হন এবং গৌরীদাসের অশ্রুতপূর্ব প্রেমের কথা স্মরণ করিয়া বিস্মিত হন।

শ্রীগৌরীদাসের গৌরনিতাই বিগ্রহ স্থাপনলীলা প্রীতির পরমোৎকর্ষতার পরিচায়ক। প্রভুকে স্বভবনে নিয়ে এসে গৌরীদাস বলিলেন তোমরা দুইভাই আমার ঘরে রহিবে আমি নিরন্তর তোমাদিগকে সেবা করিব। তোমাদের বিরহ আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। মহাপ্রভু বলিলেন—"জীব উদ্ধারের জন্য আমার অবতার আমি এক স্থানে বসে থাকতে পারি?

এথা ছিল এক নিম্ববৃক্ষ পুরাতন।
ফলহীন পুষ্পের সৌগন্ধ বিলক্ষণ॥
অত্যন্ত নিবিড় ছায়া শোভা অতিশয়।
বৃক্ষোপরি কভু কোন পক্ষী না বৈসয়॥
যতদিন গৃহে রহিলেন বিশ্বম্ভর।
বৃক্ষতলে কৈল ক্রীড়া অতি মনোহর॥
গৌরীদাস পণ্ডিতেরে প্রভু আজ্ঞা কৈলা।
তেঁহো সেই বৃক্ষে দুই মূর্তি প্রকাশিলা॥
হইলেন যৈছে দুই প্রভুর প্রকাশ।
সে অতি অদ্ভুত কথা অদ্ভুত বিলাস॥

—শ্রীভক্তিরত্নাকর—১২ তরঙ্গঃ

প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ প্রভু সেই দুই প্রতিমূর্তি এনে উপস্থাপিত করিলেন। চারজন দাড়াইলেন কে মূর্তি কে স্বরূপ গৌরীদাস চিনিতে পারিলেন না। প্রভুর আদেশে গৌরীদাস রন্ধন করিলেন। চারটী আসন হইল। চারজনে ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে চারজনে বিশ্রাম করিলেন। এইরূপে বিবিধরূপে স্বরূপে আর প্রতিমূর্তিতে অভেদ দেখাইয়া গৌরীদাসের প্রতীতি জন্মাইলেন। তখন গৌরীদাস সেই গৌর নিতাই বিগ্রহদ্বয়কে নিজ গৃহে রাখিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি সেই বিগ্রহদ্বয় অম্বিকা কালনাতে অবস্থিত থাকিয়া দর্শন দানে সকলকে উদ্ধার করিতেছেন।

গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রেমাধীন গৌর নিতাই ভক্তের সঙ্গে অনেক প্রকার লীলা করিয়াছেন। পণ্ডিত প্রেমভরে অনেক প্রকার দ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া ভোগ দিতেন। ঠাকুরও আনন্দে ভক্তের দ্রব্য গ্রহণ করিতেন। পণ্ডিতের রন্ধনে পরিশ্রম দেখে একদিন ভোজন করিলেন না। পণ্ডিত দেখেন ঠাকুর কিছুই খাচ্ছেন না, তখন পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছুই খাচ্ছ না কেন ? তুমি যদি খাবে না তবে আমাকে দিয়ে এত রান্ধালে কেন ?" ঠাকুর বললেন, "তোমার রান্নার পরিশ্রম দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে।" তখন পণ্ডিত বললেন, "কাল থেকে কেবল শাক ও সিদ্ধান্ন ভোগ দেব।" এইরূপে ভক্ত ভগবানের লীলা ব্রহ্মাদিরও অগম্য।

গৌরীদাস পণ্ডিতের একজন শিষ্য ছিল, নাম শ্রীহৃদয়ানন্দ। একবার শ্রীগৌরপূর্ণিমার অল্পকাল পূর্বে শ্রীহৃদয়ানন্দের উপর সেবাভার অর্পণ করিয়া বাইরে গেলেন। যাওয়ার সময় শ্রীহৃদয়ানন্দকে বলে গেলেন সকল সেবাদি যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। কোন কিছুরই যেন হানি না হয়। আমি ফিরে এসে উৎসবের সকল ব্যবস্থা করিব।" এদিকে উৎসব আগতপ্রায় গুরুদেবের দেখা নাই। দূর দূরে বৈষ্ণবগণকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। হৃদয়ানন্দ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। শেষে যখন দেখিলেন আর সময় নাই। তখন সকলকে নিমন্ত্রণ পত্র দিলেন এবং উৎসবের সকল আয়োজন করিলেন। মনোগত ভাব যাহাতে গুরুদেব ফিরে এসে সকল প্রস্তুত দেখেন। উৎসবের একদিন মাত্র বাকী আছে গৌরীদাস পণ্ডিত ফিরে এসে দেখিলেন উৎসবের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ। অন্তরে আনন্দিত হইলেও বাহ্য ক্রোধ দেখিয়ে শ্রীহৃদয়ানন্দকে বলিলেন—"তুমি যখন স্বতন্ত্রভাবে আমার আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া সকল ব্যবস্থা করিয়াছ তখন তুমি সকল দ্রব্যাদি নিয়া অন্যত্র উৎসব কর।" হৃদয়ানন্দ দৈন্যভরে গুরুদেবকে পরিস্থিতি বুঝাইয়া বলিলেন কিন্তু গৌরীদাস মানিলেন না। তখন শ্রীহৃদয়ানন্দ অনন্যোপায় হইয়া গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে উৎসবের আয়োজন করিলেন। এদিকে মধ্যাহ্নভোগকালে বড়ু গঙ্গাদাস নামে অন্য একজন

শিষ্যকে ভোগ লাগাইতে বলিলেন। তিনি মন্দির খুলে দেখেন বিগ্রহদ্বয় মন্দির হইতে অন্তর্হ্ত। গৌরীদাস একখানা যষ্টি হাতে নিয়া গঙ্গাতীরে শ্রীহৃদয়ানন্দের কীর্ত্তনস্থানে উপস্থিত হইলেন। এই অদ্ভুত-লীলা শ্রীভক্তিরত্নাকরে এরূপ বর্ণিত আছে—

চলিলেন গঙ্গাতীরে যথা সংকীর্তন।
দেখে দুই প্রভু তথা করয়ে নর্তন ॥
দুই ভাই দেখি পণ্ডিতের ক্রোধাবেশ।
অলক্ষিতে গিয়া কৈল মন্দিরে প্রবেশ ॥
চৈতন্যচন্দ্রের এই অদ্ভুত বিলাস।
প্রবেশে হৃদয় হৃদে দেখে গৌরীদাস ॥
হৃদয়ের হৃদয়ে চৈতন্য চান্দে দেখি।
নিবারিতে নারে অশ্রু অনিমিষ আঁখি ॥
বাহ্যে ক্রোধাবেশে ছিল তাহা ভুলি গেলা।
পড়িল হাতের যষ্টি তাহা না জানিলা ॥
প্রেমের আবেশে বাহু পাসরিয়া রয়।
হৃদয়ে করয়ে কোলে উল্লাস হিয়ায় ॥
হৃদয়ের প্রতি কহে তুই ধন্য ধন্য।
আজি হইতে তোর নাম 'হৃদয় চৈতন্য' ॥

অতঃপর গুরুশিষ্যের মিলনে মহামহোৎসব অতি সমারোহের সহিত বৈষ্ণবগণকে নিয়া সম্পাদিত হইল। শ্রীগৌরীদাস শিষ্য শ্রীহৃদয় চৈতন্য। বড়ু গঙ্গাদাস ও শ্রীগোপীরমণ প্রভৃতির প্রেম বিলাসের স্থান এই অম্বিকা কালনা। পরবর্তীকালে শ্রীভগবানদাস বাবাজী কালনায় নিকটবর্তী স্থানে বাস করিয়া ইহার মহিমা বর্দ্ধন করেন।

কাটোয়া—বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া লাইনে হাওড়া হইতে ১৪৪ কিমিঃ দূরে অবস্থিত। ষ্টেশনের পূর্বদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গুরু শ্রীকেশব ভারতীপাদের শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু ২৪ বৎসর বয়সে ১৪৩১ শকাব্দের মাঘমাসে শুক্লপক্ষে

সন্ন্যাসগ্রহণ লীলা করেন। ইহা বিস্তৃতভাবে শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে। দর্শনীয় স্থান শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের শ্রীমূর্তি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কেশ মুণ্ডনের স্থান, শ্রীকেশের সমাধি, প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ স্থান, শ্রীকেশবভারতীর সমাধি, শ্রীমধু-নাপিতের সমাধি, শ্রীগদাধর দাসের সমাধি। শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থে কাটোয়া ধাম বলিয়া চিহ্নিত।

কুলীনগ্রাম—হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইনে কামারকুণ্ডু ও শক্তিগড় ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী জৌগ্রাম ষ্টেশন। হাওড়া হইতে কিমিঃ দূরে অবস্থিত। এখানে নামিয়া তিন মাইল কুলীনগ্রাম। কুলীনগ্রাম অগণিত গৌরাঙ্গ পার্ষদের জন্মস্থান। গুণরাজখান, সত্যরাজখান, রামানন্দবসু, যদুনাথ, পুরুষোত্তম, বিদ্যানন্দ প্রভৃতি প্রধান। একবৎসর শ্রীজগন্নাথদেবের পাহণ্ডীকালে শ্রীমূর্ত্তির কোমরবন্ধ দড়ি ছিড়িয়া যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু আদেশ করিলেন সত্যরাজখানকে। "প্রত্যেক বৎসর তোমরা পট্টডোরী সুন্দর, দৃঢ় করিয়া তৈয়ার করিয়া রথযাত্রাকালে নিয়া আসিবে।" তদবধি সত্যরাজ খানের পট্টডোরীর সেবা প্রত্যব্দ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা॥
গুণরাজ-খাঁন কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
তাহাঁ একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
"নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ"।
এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত॥
তোমার কি কথা তোমার গ্রামের কুকুর।
সেই মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৯৮

বঙ্গীয় সম্রাট আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটী সুব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচটী সুকায়স্থ আনয়ন করেন তারমধ্যে দশরথ বসু অন্যতম। এই দশরথ বসুর ত্রয়োদশ পর্য্যায়ে শ্রীগুণরাজ খান উৎপন্ন হন। ইহার প্রকৃত নাম শ্রীমালাধর বসু। গৌড়ীয় সম্রাটের দেওয়া উপাধি—

গুণরাজ খাঁন। মালাধর বসুর চৌদ্দটী পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীকান্ত বসুরই উপাধি—সত্যরাজ খাঁন। তাহার পুত্র শ্রীরামানন্দ বসু। মালাধর বসু ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাহার গড় ও দেবালয়াদি তাহার নিদর্শন। বর্তমানে ইহাদের বাসস্থান ধ্বংসস্তূপে পরিণত। গড় কিছু অবশিষ্ট আছে। কিয়দ্দূরে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্তৃক স্থাপিত শ্রীহরিদাস গৌড়ীয় মঠ প্রসিদ্ধ। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা সুন্দরভাবে পরিচালিত হইতেছে।

কুমারহট্ট—(বর্তমান হালিসহর) চব্বিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ হইতে শিয়ালদহ রাণাঘাট লাইনে হালিসহর ষ্টেশনে নামিয়া বাসযোগে অথবা পায় হাঁটিয়া "চৈতন্যডোবা" যাওয়া যায়। কাঁচড়া পাড়া নামিয়াও যাওয়া সুবিধাজনক। এই হালিসহরই শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুরুদেব শ্রীশ্রীঈশ্বরপুরীপাদের জন্মস্থান।

হালিসহরই হচ্ছে শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীগোবিন্দানন্দ ঠাকুর, নয়ন ভাস্কর ও শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রভৃতি গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের শ্রীপাট। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর তাঁহার বিরহে শ্রীবাসপণ্ডিত ও শ্রীরামাইপণ্ডিত নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়া হালিসহরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ১৪৩৬ শকাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন গমন অভিপ্রায়ে গৌরদেশে আগমন করেন। তখন পাণিহাটি হইতে নৌকাযোগে হালিসহরে আসেন। গঙ্গাতীর হইতে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাসস্থান পর্য্যন্ত আসিবার সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ চিহ্ন স্থান হইতে তাঁহার পদরজঃ পাওয়ার আশায় জনসমুদ্র দ্বারা আহৃত ধূলিরাশি অপসৃত হওয়াতে সেই পথটি গর্তময় হইয়াছিল। এত লোকসংখ্যা হইয়াছিল যে ভূমিতে তিল ধারণেরও স্থান না থাকায় মনুষ্যগণ বৃক্ষ-ডালে, প্রাচীরাগ্রে অবস্থান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বদনকমল দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীকুমারহট্টে আগমন সম্পর্কে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণনা করিয়াছেন—

যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বর পুরীতে।
তাহা বর্ণিবারে কোন্ জন শক্তিধরে ॥
আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান্।
দেখিলেন ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান ॥

* * *

সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্বাসে বান্ধি এক ঝুলি ॥

—শ্রীচৈঃ ভাঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমেই কুমারহট্ট গ্রামকে নমস্কার করেন। মহাপ্রভু প্রেমে শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব ভূমিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন ও সেই স্থানের ধূলি সর্বাঙ্গে লেপন করিতেছেন। তৎপর সেই স্থানের ধূলি বহির্বাসে বান্ধিয়া সঙ্গে নিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর অনুসরণে সকল ভক্তগণ সেইস্থান হইতে ধূলি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাহাতে একটি ছোটখাটো পুকুরের সৃষ্টি হইল। সেইটিই বর্তমানে শ্রীচৈতন্যডোবা নামে বিখ্যাত। একপাড়ে একটি বাঁশঝাড় আছে। বাঁশপাতা ও অন্যান্য নিকটস্থ বৃক্ষসমূহ হইতে পাতা পড়িয়া ডোবার জল দূষিত করিতেছে। ডোবাটীর সংস্কার যদি কোন অর্থবান্ ব্যক্তির দ্বারা সাধিত হয় তবে ভাল হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমনেচ্ছায় রামকেলি হইয়া কানাই নাটশালা পর্য্যন্ত গমন করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। তৎকালে তিনি শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গৃহে অবস্থান করতঃ পুনরায় কুমারহট্টে শ্রীবাস গৃহে আগমন করেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতের রচয়িতা ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের পিত্রালয় এই কুমারহট্টে ছিল।

কুমার হট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠদাস যেঁহো।
তাঁর সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ ॥
তাঁর গর্ভে জন্মিলেন বৃন্দাবন দাস।
তিঁহো হন শ্রীলবেদব্যাসের প্রকাশ ॥

বৃন্দাবনদাস যবে আছিলেন গর্ভে।
তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠদাস চলি গেলা স্বর্গে॥
ভ্রাতৃকন্যা গর্ভবতী পতি হীনা দেখি।
আনিয়া শ্রীবাস নিজ গৃহে দিল রাখি॥
পঞ্চম বৎসরের শিশু বৃন্দাবন দাস।
মাতাসহ মামগাছী করিলা নিবাস॥

এই বর্ণনা হইতে প্রতীত হয় শ্রীবৃন্দাবনদাস যখন মাতৃগর্ভে তখন তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। পতিহীন অন্তঃস্বত্বা ভ্রাতৃপুত্রীকে শ্রীবাস পণ্ডিতঠাকুর নিজগৃহে আনয়ন করিয়া পালন করেন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীনারায়ণী পুত্রকে নিয়া মামগাছিতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। এই মামগাছিতেই শ্রীবাস গৃহিণী মালিনীদেবীর পিত্রালয় ছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য শ্রীবিশ্বকর্মার অবতার শ্রীনয়ন ভাস্করের বাসস্থান এই কুমারহট্টে ছিল।

নয়ন ভাস্কর হালিসহর গ্রামে ছিলা।
পরম আনন্দে তিঁহো শীঘ্র যাত্রা কৈলা॥

শ্রীভক্তিরত্নাকর ১০ম তরঙ্গ

শ্রীনয়ন ভাস্কর শ্রীজাহ্নবাদেবীর সহিত শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীজাহ্নবাদেবীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীগোপীনাথের প্রেয়সী শ্রীরাধারাণীর বিগ্রহ নির্মাণ করেন। ঐ বিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরিত হইলে শ্রীগোপীনাথের বামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কালের প্রভাবে কুমারহট্টস্থিত শ্রীবাসঅঙ্গন ও চৈতন্যডোবায় স্থিতি লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থান করিতে থাকে। ১৩৪২ সালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের প্রায় ৪৫০ বৎসর পরে শ্রীল প্রাণকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ এই স্থানটি আবিষ্কার করেন এবং স্থানটি ক্রয় করিয়া শ্রীবাস অঙ্গনে মন্দির নির্মাণ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীগৌরনিতাই

বিগ্রহ স্থাপন করেন। বর্তমানে তাহারই শিষ্য শ্রীগুরুপদদাস বাবাজী মহারাজ মঠাধ্যক্ষরূপে সেবা সম্পাদন করিতেছেন।

কৃষ্ণনগর (খানাকুল)—হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে রেলে তারকেশ্বর তথা হইতে বাসযোগে কৃষ্ণনগর। পীচের রাস্তা। দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীঅভিরাম গোপালের শ্রীপাট। ইনি ব্রজের শ্রীদাম সখা। শ্রীগৌর অবতারের পার্ষদ মধ্যে শ্রীঅভিরাম গোপাল নামে খ্যাত হইয়াছেন।

পুরা শ্রীদামনামাসীদভিরামোঽধুনা মহান্॥

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা—১২৬॥

শ্রীদামা শ্যামল রুচিরঙ্গকান্তির্মনোহরা।
পীতবস্ত্র পরিধানো রত্নমালা বিভূষিতঃ॥
বয়ঃ ষোড়শ বর্ষঞ্চ কিশোরঃ পরমোজ্জ্বলঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়তমো বহুকেলিরসাকরঃ॥
বৃষভানু পিতা তস্য মাতা চ কীর্ত্তিদা সতী।
রাধানঙ্গমঞ্জুরী চ কনিষ্ঠা ভগিনী ভবেৎ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ :—৩৭।৩৮।৩৯

অঙ্গকান্তি শ্যামল, পীতবর্ণ বস্ত্র পরিহিত, রত্নমালাদি দ্বারা ভূষিত, ষোড়শ বৎসর বয়স্ক পরমোজ্জ্বল কিশোর শ্রীদাম। পিতা বৃষভানু, মাতা কীর্ত্তিদা-সতী, কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীরাধা ও অনঙ্গমঞ্জরী। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখা ও প্রচুর কেলিরস-লীলার সহায়ক।

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পর একে একে সকল পার্ষদগণ এসে নবদ্বীপে মিলিত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের মন ভরছে না। আমার প্রিয়সখা শ্রীদাম কোথায়? শ্রীদামের অভাবে গৌর বড় চঞ্চল। নিতাই জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠাকুর তুমি কার অভাবে এত উদ্বিগ্ন।" তখন প্রাণের ভাই নিতাইকে সকল খুলিয়া বলিলেন। নিতাই চলিলেন শ্রীবৃন্দাবনে গোবর্ধনে যেখানে শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণ বিরহে ম্রিয়মাণ হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন। নিতাই শ্রীদামের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের আত্তির কথা জানাইলেন। শ্রীদাম বললেন, "আমি

ত' মাতৃগর্ভে জন্ম নিতে পারব না। তাহলে এ দেহে কি করে গৌর-লীলার সহায়ক হবো।" নিতাই তাঁকে বুঝালেন একবার গৌরকৃষ্ণের নিকটে ত' চলো। তিনি কি ব্যবস্থা করেন দেখে নাও।"

শ্রীদামসখা শ্রীনিত্যানন্দ সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরকৃষ্ণ তাঁর প্রিয়সখাকে পেয়ে তাকে গৌরলীলার উপযোগী রূপ দিয়ে শ্রীঅভিরাম নাম দিলেন। তাই মাতৃগর্ভে জন্ম না নিয়াও শ্রীদাম গৌর পার্ষদগণের মধ্যে স্থান পাইলেন। শ্রীঅভিরামের বহু অলৌকিক লীলার কথা শুনা যায়। অভিরাম নবদ্বীপে সংকীর্তন রঙ্গে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া প্রভুর সন্ন্যাসলীলার পর তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবনে থাকাকালীন তিনি নিজেকে চতুর্ব্যূহরূপে প্রকাশ করতঃ একব্যূহ রামদাস মোহান্তকে প্রভু সঙ্গে পাঠাইলেন। একব্যূহ কন্যারূপ সৃষ্টি করিয়া বাক্সবন্দী করিয়া যমুনায় ভাসাইলেন। সেই বাক্স ভাসতে ভাসতে গৌড়দেশে কাজীপুরে এসে উপস্থিত হইল। যবন কাজী সেই বাক্স খুলে কন্যাকে পেয়ে পালন করতে লাগল। সেই কন্যাটীর নাম মালিনী রাখা হইল। যথাসময় অভিরাম ঠাকুরের সহিত তাহার মিলন হইল। বিল্লোক গ্রামে ষোলশাঙ্গের একটী কাঠের গুড়ি নিয়া তাহা দ্বারা বংশীর ভঙ্গী করিয়া ঐ কাঠটী কৃষ্ণনগরে আনিয়া পুঁতে দিয়াছিলেন। সেই কাষ্ঠটী একটি বকুলবৃক্ষে পরিণত ফলশূন্য প্রচুর ফুল বারমাস ফুটিয়া থাকে। অমৃতানন্দ নামক এক ব্রহ্মচারী সেই গ্রামে আসিয়া অপ্রাকৃত বকুল বৃক্ষটীকে ভস্মীভূত করিলেন। ঠাকুর অভিরাম শুনিয়া তথায় আগমন করতঃ বৃক্ষটীকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। ব্রহ্মচারীর দণ্ড, কমণ্ডলু এবং শ্রীঅভিরামের তিলক মালা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ব্রহ্মচারীর দণ্ড ও কমণ্ডলু ভস্মসাৎ হইল কিন্তু অভিরামের মালা ও তিলক আরও উজ্জ্বল হইল। সেই ব্রহ্মচারী অভিরামের শিষ্য হইলেন। মালিনী যবনগৃহে ছিল। যবন কন্যাকে শ্রীঅভিরাম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গ্রামবাসী ব্রাহ্মণগণ তাহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। এইসময় স্বপ্নে গোপীনাথের আদেশ প্রাপ্ত

হইয়া বাড়ীর পূর্বদিকে কুণ্ড খোদাইকালে শ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীবিগ্রহ দেখিতে যবে ইচ্ছা উপজিল।
স্বপ্নছলে গোপীনাথ দরশন দিল॥
এথা মোর স্থিতি কহি স্থান দেখাইল।
অভিরাম মুদি তাহা বিগ্রহ পাইল॥

শ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীগোপীনাথের প্রকটোৎসবকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণনগরে আগমন করেন। মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীমালিনী দেবী রন্ধনকার্য করেন। রন্ধন সমাপন করিয়া শ্রীগোপীনাথের ভোগ আনিল। শ্রীঅভিরাম বকুল বৃক্ষতলে আসিয়া প্রভুগণকে আহ্বান করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন, "আমরা মালিনীর হস্তের অন্ন কিরূপে ভোজন করিব?" মহাপ্রভু তখন সকলকে বলিলেন, মালিনী সামান্য নারী নহেন, অভিরামের শক্তিরূপিণী। তাহাকে অবজ্ঞা করিলে অপরাধ হইবে।" সকলে ভোজনে বসিলেন। মালিনী পরিবেশন করিতে গিয়া সুবর্ণ থালীতে অন্ন নিয়া আগমন কালে পবন এসে মস্তকের বস্ত্র উড়াইয়া মালিনীকে লজ্জায় ফেলিল। তখন ঠাকুরের আদেশে মালিনী চতুর্ভুজ হইয়া কাপড় এবং অন্নের থালী এককালে ধারণ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। অভিরাম মনে করিয়াছিলেন যে, গ্রামবাসী নিন্দুক ব্রাহ্মণগণ এই মহোৎসবে আসিয়া ভোজন করিলে মহাপ্রসাদের মাহাত্মে তাহাদের অপরাধ ক্ষান্ত হইবে এবং তাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইবে। কিন্তু তাহারা কেহই সেই উৎসবে আগমন না করায় শ্রীঅভিরাম একটি অপ্রাকৃত মার্জ্জার সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা সকলের গৃহে অলক্ষ্যে মহাপ্রসাদান্ন তাহাদের অন্নের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দিলেন উহা ভোজনান্তে তাহাদের অপরাধ দূরীভূত হওয়ায় তাহারা ঠাকুরের একান্ত ভক্তে পরিণত হইল। ক্রমে অনেক বৈষ্ণবগণ তথায় আসিতে লাগিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও মধ্যে মধ্যে তথায় আগমন করেন। কৃষ্ণনগর একটি তীর্থে পরিণত হইল।

শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের একটি চাবুকছিল। ঐ চাবুক দ্বারা যাহাকে স্পর্শ করিতেন তাহারই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইত। শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর কৃষ্ণনগরে আসিলে ঠাকুর ঐ চাবুক দ্বারা তিনবার প্রহার করিয়া তাহার প্রেমশক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ চাবুক এখন আর মন্দিরে নাই। শ্রীমন্দিরে শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের বিগ্রহ বিদ্যমান আছে। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর তাহার শিষ্য ব্রাহ্মণকুমার শ্রীকানু-কৃষ্ণকে শ্রীমন্দিরের সেবাভার অর্পণ করেন। অদ্যাবধি কানু-কৃষ্ণের বংশধরগণই শ্রীপাটের সেবা করিয়া আসিতেছেন। শ্রীতিলকরামদাস রচিত শ্রীশ্রীঅভিরাম লীলামৃত গ্রন্থে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের অপ্রাকৃত লীলাবলী বিস্তৃত বর্ণিত আছে। কথিত আছে শ্রীঅভিরাম তাহার বিগ্রহে প্রবেশ করিয়া লীলা সঙ্গোপন করিয়াছেন।

কুমারপুর—কুমারপুর শ্রীপাট খেতুরীর নিকটে অবস্থিত। এখানে ঠাকুর নরোত্তমের প্রশিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের শিষ্য শ্রীগোপাল চক্রবর্তীর শ্রীপাট বিরাজিত। ঠাকুর নরোত্তমকে হেয় করিবার উদ্দেশ্যে বহু পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়া পক্কপল্লীর রাজা নৃসিংহদেব খেতুরী গমন মানসে কুমারপুরে আসেন। সংবাদ পাইয়া শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী কুম্ভকারের ও বারুইর ছদ্মবেশে পণ্ডিতগণকে পরাজিত করেন। রাজা রাত্রে স্বপ্নে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরদিবস পণ্ডিতগণসহ শ্রীনরোত্তমের চরণাশ্রয় করেন।

(প্রেমবিলাস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

কেতুগ্রাম—বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। কাটোয়া আহম্মদপুর রেলপথে জ্ঞানদাস কাঁদরা ষ্টেশনের নিকটবর্তী স্থান কেতুগ্রাম। এখানে শ্রীখণ্ডনিবাসী শ্রীরামগোপাল দাস "শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী" নাম গ্রন্থের শুভারম্ভ করেন।

কানাই-নাটশালা—বিহার প্রদেশে অবস্থিত। হাওড়া বর্ধমান সাহেবগঞ্জ কিউল লাইনে হাওড়া হইতে ৩০২ কিমিঃ দূরে তিন পাহাড় জংশন তথা হইতে ১২ কিমিঃ দূরে রাজমহল ষ্টেশন। রাজমহল হইতে অল্পদূরে গঙ্গার তীরে কানাই নাটশালা অবস্থিত। প্রথমবারে

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া বৃন্দাবনে গমন না করিয়া এখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। এখানে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ অতি-মনোরম। ত্যাগী সন্ন্যাসীগণ পূজা অর্চ্চন করিয়া থাকেন।

কাশীয়াড়ী—মেদিনীপুর জেলায় খড়্গাপুর ষ্টেশন হইতে ২৬ কিমিঃ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। খড়্গাপুর হইতে বাসযোগে যাওয়া যায়। এখানে শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের লীলাস্থল। তাহাদের বহু শিষ্য-বর্গের স্থান। তাহার শিষ্যগণ মধ্যে ব্রজমোহন, শ্যামদাস, নারায়ণ, রাধামোহন ও যাদবেন্দ্রদাস প্রধান। এখানে শ্যামরায় বিগ্রহ বিরাজিত।

কাঁচড়াপাড়া—উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ রাণাঘাট লাইনে শিয়ালদহ হইতে ৪৫ কিমিঃ দূরে কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন। কুমারহট্ট গ্রামের শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পাটের একমাইল দূরে শ্রীকৃষ্ণরায়জীর মন্দির অবস্থিত। এখানে শ্রীনাথ পণ্ডিত, শ্রীশিবানন্দ সেন, তাহার তিনপুত্র—শ্রীচৈতন্যদাস, রামদাস ও কবিকর্ণপুর এবং শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত প্রভৃতির শ্রীপাট। শ্রীবাসুদেবদত্তের শ্রীপাটও এই কাঁচড়াপাড়াতে অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩৬ শকাব্দে শ্রীবৃন্দাবন গমনোদ্দেশ্যে গৌড়দেশে এসে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করেন। তথা হইতে নৌকাযোগে কুমারহট্টে শ্রীবাস গৃহে উপনীত হন। তথা হইতে নৌকারোহণে শিবানন্দ সেনের গৃহে যাওয়ার সময় প্রভু তীরে উঠিয়া বামে বাসুদেব দত্তের গৃহ ত্যাগ করিয়া সোজা শিবানন্দের গৃহে উপস্থিত হন। তথায় অল্পকাল অবস্থান করিয়া বাসুদেব দত্তের গৃহে আসেন। এখানে কবিকর্ণপুরের শিক্ষাগুরু ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য শ্রীনাথ পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণরায়জীর সেবা স্থাপন করেন। তিনি "শ্রীচৈতন্য মত মঞ্জুষা" নামক ভাগবতের একটি টীকা রচনা করেন। শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীনাথ পণ্ডিতের স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহের সেবা লাভ করেন।

শ্রীনাথরায় বিগ্রহের পাদপদ্মের নিম্নে প্রস্তরে উৎকীর্ণ এই শ্লোক দেখা যায়ঃ—

স্বস্তি শ্রীকৃষ্ণদেবায় যো প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং কলৌ।
অনুগ্রহান দ্বিজং কঞ্চিৎ শ্রীল শ্রীনাথ সংজ্ঞকম্॥

খড়দহ—উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত। কলিকাতা হইতে সোজা বাসে যাওয়াই সুবিধাজনক। অথবা শিয়ালদহ রাণাঘাট লাইনে খড়দহ ষ্টেশনে নামিয়া যাওয়া যায়। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বিহারভূমি। এখানে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু, শ্রীগঙ্গাদেবী, শ্রীপুরন্দর পণ্ডিত, প্রভু বীরচন্দ্রের পুত্র গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব ভূমি। প্রভু রামচন্দ্রের বংশধরগণই বর্ত্তমানে শ্রীপাটের সেবা করেন।

তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে গৌড়দেশে প্রেম বিলাইবার জন্য আসিলেন এবং সপ্তগ্রাম আদি স্থানে প্রচারান্তে খড়দহে আসিলেন। এখান হইতেই তিনি কালনা নিবাসী শ্রীসূর্যদাস সরখেলের কন্যাদ্বয় শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবাকে বিবাহ করেন। অনুমান করা যায় বিবাহান্তে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং পত্নীদ্বয়কে শ্রীপুরন্দর পণ্ডিত প্রথমে নিজগৃহে বাসস্থান প্রদান করেন।

এই সময়ে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু গৌড়দেশে প্রচারকালে গৌড়ের মুসলমান বাদশাহ তাহার প্রভাব দর্শনে আকৃষ্ট হন এবং কিছু দান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু বাদসাহের দ্বারদেশে অবস্থিত একটি তেলুয়া পাথর (কষ্টিপাথর) প্রার্থনা করেন। বাদশাহ অতি আদরের সহিত সেই পাথরটী প্রদান করিলে প্রভু ঐ পাথরটী খড়দহে আনয়ন করিয়া ঐ পাথর হইতে তিনটি শ্রীবিগ্রহ প্রকট করেন। শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীনন্দদুলাল ও শ্রীবল্লভজী। শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহটী খড়দহে স্থাপন করেন। অদ্যাপি শ্রীশ্যামসুন্দরজী খড়দহে সেবিত হইতেছেন। শ্রীনন্দদুলাল সাঁইবোনায় ও শ্রীবল্লভজীউ।

খেতুরী—রাজসাহী জেলায় অবস্থিত। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত। ভারতীয় পাশপোর্ট ও বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে যেতে

হয়। শিয়ালদহ হইতে লালগোলা লাইনে লালগোলা ঘাট নামিয়া পদ্মা পার হইলে প্রেমতলী। তথা হইতে আনুমানিক দুই মাইল দূরে খেতুরী অবস্থিত। খেতুরী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রকাশ বিগ্রহ শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুরের আবির্ভাব ভূমি। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন যাত্রাকালে কানাইর নাটশালায় পৌঁছিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্তন করেন। তৎকালে তিনি প্রভু নিত্যানন্দকে আদেশ করেন, "তুমি যাবৎ প্রকট আছ তাবৎ প্রেমসম্পদ তোমার নিকট গচ্ছিত থাকিবে। তোমার অপ্রকটে এই সম্পদ কোথায় কাহার নিকট রাখিবে।" আমি তাহার নির্দেশ দিতেছি।" এই বলিয়া সেবারে বৃন্দাবনযাত্রা স্থগিত করিয়া গণসহ প্রত্যাবর্তন কালে পদ্মাবতী নদীর তীরে গড়ের হাটে আসিয়া তথায় প্রচুর নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া পদ্মাবতীগর্ভে প্রেমসম্পদ স্থাপন করিলেন এবং পদ্মাবতীকে আদেশ করিলেন, "আমার এই গচ্ছিত প্রেমধন তুমি শ্রীনরোত্তমদাসকে সমর্পণ করিবে।" পদ্মাবতী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "প্রভো আমি শ্রীনরোত্তমকে কিরূপে চিনিব?" মহাপ্রভু বলিলেন, "যাহার স্পর্শে তুমি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইবে তিনিই নরোত্তম, প্রেমসম্পদ তাহাকেই দিবে।" এইরূপে প্রেমসম্পদ পদ্মাবতীতে স্থাপন করিয়া প্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এদিকে নরোত্তম জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার কান্তি ছিল কৃষ্ণবর্ণ। একদিন একাকী তিনি পদ্মাবতীতীরে উপস্থিত হইয়া স্নান করিলেন। পদ্মাবতী আনন্দে আত্মহারা হইয়া উচ্ছ্বসিত হইল এবং চিনিলেন প্রভু কথিত ইনিই সেই নরোত্তম। তাহাকে প্রেমসম্পদ প্রত্যর্পণ করিলেন। নরোত্তমের শ্যাম অঙ্গ তৎক্ষণাৎ গৌরবর্ণ হইল। তিনি প্রেমে নৃত্য কীর্তন করিতে লাগিলেন। বাহ্যজ্ঞান রহিত অবস্থায় অনেকক্ষণ অতীত হওয়ায় পিতামাতা তাহার খোঁজে বাহির হইয়া পদ্মাবতী তীরে উপস্থিত হইয়া শ্রীনরোত্তমকে দেখিয়াও চিনিতে পারিলেন না। কারণ অঙ্গ-কান্তি একেবারে বিপরীত। শ্রীনরোত্তম বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া মাতা-পিতাকে প্রণাম করিলে তখন চিনিতে পারিলেন। মাতাপিতা তাহাকে গৃহে রাখিতে পারিলেন না। অল্পদিন মধ্যেই ঠাকুর নরোত্তম
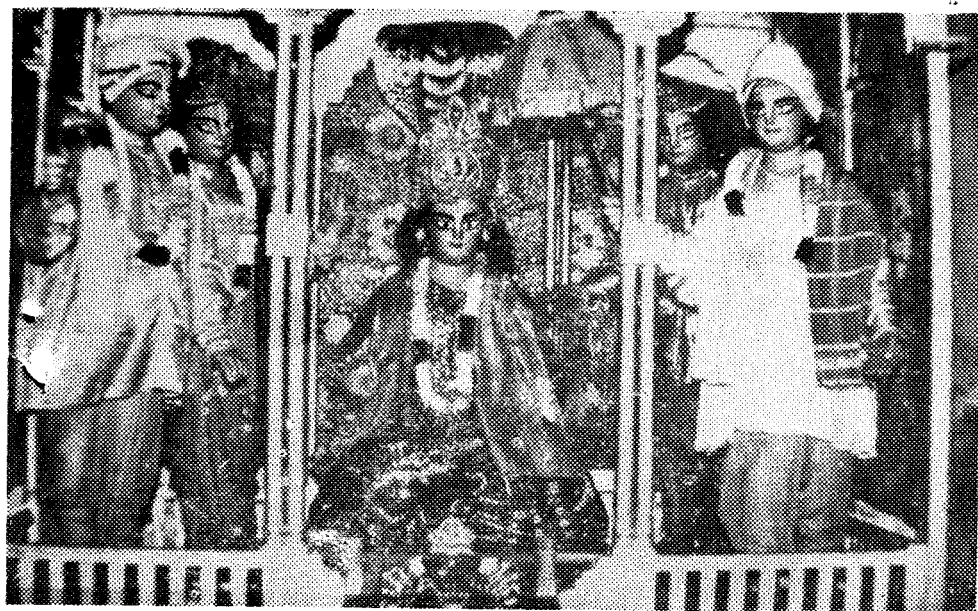
সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গন। মহাপ্রকাশ লীলাকালে শ্রীগৌরসুন্দরের বামপার্শ্বে শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রী[illegible]র পণ্ডিত ; দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভু ও সংকীর্ত্তন প্রবর্তক শ্রীমন্মহাপ্রভু। (পৃঃ ৩৫)
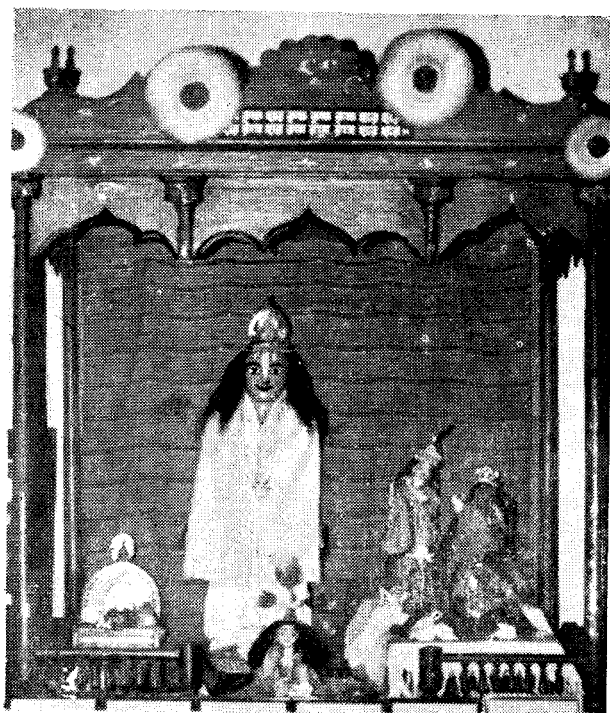
কুলিনগ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের বিগ্রহ পৃঃ ১৪)

গাম্ভীলায় (বর্তমান জিয়াগঞ্জ) শ্রীগঙ্গানারায়ণ
চক্রবর্তীর পাটে তাঁর সেবিত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ। (পৃঃ ২৬)
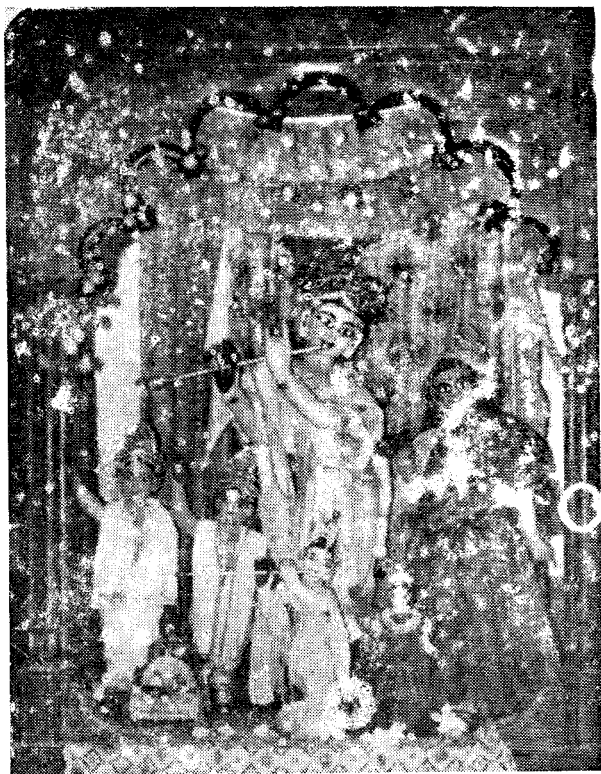
মামগাছি শ্রীসারঙ্গমুরারি ঠাকুরের শ্রীগোপীনাথ, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের
শ্রীশ্রীরাধামদন গোপাল, শ্রীপরীদাস ঠাকুরের শ্রীশ্রীগৌরনিতাই। (পৃঃ ৩৮)

শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হন এবং শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গ লাভ করেন এবং গোস্বামিগণের গ্রন্থ সম্ভার লইয়া গৌড়দেশে যাত্রা করেন। পথে নানাপ্রকার বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া গ্রন্থরাজি লইয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করেন। তিনি বিপ্রদাসের ধান্য গোলা হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রকট করেন এবং স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া ৫টী বিগ্রহ প্রকট করেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের ৬ বিগ্রহের নাম—শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন ও শ্রীরাধারমণ। বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠাকালে শ্রীজাহ্নবাদেবী উপস্থিত ছিলেন। এইসময় খেতুরীতে যে মহোৎসব হয় উহা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। তৎকালে প্রকট গৌর পার্ষদগণ সকলেই ঐ উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতবড় বৈষ্ণব সম্মেলনের কথা আর শুনা যায় নাই। ঐ উৎসবে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সংকীর্তন মধ্যে আবির্ভূত হইয়া সংকীর্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর ও ভাগ্যবানগণ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

গোপীবল্লভপুর—মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে রেলে খড়্গপুর নামিয়া বাসযোগে কুটীঘাট নামিতে হয়, তথা হইতে সুবর্ণরেখা নদী পার হইয়া শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির। আবার হাওড়া হইতে ঝাড়গ্রাম নামিয়া তথা হইতে বাসযোগেও কুটীঘাট যাওয়া যায়। এই গোপীবল্লভপুরই শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রকাশ বিগ্রহ প্রভু শ্যামানন্দ ও তৎশিষ্য শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর লীলাস্থলী। এই স্থান গুপ্ত বৃন্দাবন নামে অভিহিত। শ্রীগোবিন্দদেব স্বয়ং এইস্থানে প্রকট বিহার করিতেছেন। রসিকানন্দের ভ্রাতা কাশীনাথ 'কাশীপুর' নামক রাজ্য স্থাপন করেন। রসিকানন্দ তাহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণের বৈষ্ণবনিন্দায় উত্যক্ত হইয়া সস্ত্রীক কাশীপুরে বাস করিতে লাগিলেন। তাহাদের কুলদেবতাকে ভঞ্জরাজা বলপূর্বক অপহরণ করিয়াছিলেন। রসিকানন্দ ভঞ্জরাজার নিকট হইতে সেই বিগ্রহ ফিরাইয়া আনিয়া অতি প্রীতির সহিত সেবা করিতে থাকেন। প্রভু শ্যামানন্দ তথায় উপস্থিত হইলে রসিকানন্দের আবেদন ঐ

বিগ্রহের "শ্রীগোপীবল্লভরায়" নামকরণ করেন। প্রভু শ্যামানন্দ রসিকানন্দের ধর্মপত্নী শ্যামদাসীকে কহিলেন রসিকানন্দ আমার সহিত সর্বদা ভ্রমণ করিয়া জীব উদ্ধার কার্যে ব্রতী হইবে। "তোমার উপর ভার রহিল শ্রীগোপীবল্লভের সেবা ও সাধুসেবার।" কথিত আছে শ্যামদাসীর সেবায় তথায় যে অপ্রাকৃত লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু কাশীপুরের নাম গোপীবল্লভপুর রাখেন।

কিছুদিন পর রসিকানন্দ ক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায় শ্রীজগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইলেন। "আমার ত্রিভঙ্গললিতরূপ বিগ্রহ তুমি গোপীবল্লভ পুরে স্থাপন কর।" ক্ষেত্রধামেই রঘু ও আনন্দ নামে দুইজন ভাস্করের সহিত পরিচয় হয়। তাহাদিগকে নিয়া গোপীবল্লভ পুরে এসে স্বপ্নাদেশানুসারে শ্রীবিগ্রহ নির্মিত হয়। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু অভিষেক ক্রিয়াদি করিয়া শ্রীগোবিন্দদেব নামকরণ করেন। রসিকানন্দের তিন পুত্র ও এক কন্যা। রামানন্দ, কৃষ্ণপতি ও রাধাকৃষ্ণ পুত্র ও কন্যার নাম বৃন্দাবতী। রসিকানন্দের অপ্রকটকালে সর্বসম্মতিক্রমে পুত্র রামানন্দের হাতে শ্রীপাটের সেবার ভার অর্পিত হয়।

গোপীনাথপুর—বর্ত্তমান বাংলাদেশে বগুড়া জেলায় অবস্থিত। বগুড়ার ষ্টীমার ঘাট হইতে ৮ কিমিঃ দূরে সীতাঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীনন্দিনীর শ্রীপাট। সীতাঠাকুরাণীর আদেশে তাহার এক ক্ষত্রিয় শিষ্য শ্রীনন্দরাম স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া গোপীনাথপুরে ভজন করেন। তাহার স্ত্রীবেশ ধারণে অনেকেই আনন্দিত হন।

গাম্ভীলা—মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। বর্তমান নাম জিয়াগঞ্জ। শিয়ালদহ লালগোলা রেলপথে জিয়াগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া একমাইল দূরে গাম্ভীলা। এখানে ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট। গাম্ভীলাতে নরোত্তম ঠাকুরের যে অলৌকিক অপূর্ব লীলাবলী প্রকটিত হইয়াছে উহা বর্ণনা করা মানুষের সাধ্য নাই। তৎকালে ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ শ্রীনরোত্তমের শিষ্য হইয়াছেন ইহা সহ্য করিতে না

পারিয়া নানাপ্রকার অপপ্রচার করিতে লাগিল। ঠাকুর মহাশয় তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার মানসে এক অপূর্ব লীলা করিলেন। তিনি বাহ্যে দেখাইলেন জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া তিন দিন বাক্য বন্ধ করিয়া রহিলেন। তিন দিবসান্তে তিনি দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া মৃতের ন্যায় অভিনয় করিলেন। সকলে তাঁহাকে গঙ্গাতে স্নান করাইয়া চিতায় শয়ন করাইলেন। এইসময় ব্রাহ্মণগণ হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, ব্রাহ্মণ শিষ্য করার এই ফল হইল। মৃত্যুকালে গঙ্গা, নারায়ণ, ব্রহ্ম কিছুই উচ্চারণ করিতে পারিল না। মহাভাগবত শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী চিতা সমীপে উপস্থিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তাহার আর্তি দেখিয়া ঠাকুর মহাশয় "রাধাকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য" বলিতে বলিতে চিতার উপর উঠিয়া বসিয়া দীপ্ত সূর্যসম প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া নিন্দুক ব্রাহ্মণগণও তাহার শ্রীচরণে নত হইলেন। তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিয়া তাহাদের হৃদয়ের সকল ঈর্ষা দূর হইয়া গেল এবং সকলে শ্রীচৈতন্যের প্রেমডোরে বন্দী হইয়া প্রেমসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। ঠাকুর মহাশয় খেতুরী হইতে প্রায়ই বুধরী হইয়া গাম্ভীলাতে গঙ্গাস্নানে আসিতেন। খেতুরী মহোৎসবের সময় বৈষ্ণবগণ এই পথে গমনাগমন করিয়াছেন। একদিন শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও ঠাকুর মহাশয়ের অন্যতম শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ আচার্য গাম্ভীলার গঙ্গাঘাটে ঠাকুর মহাশয়কে বসাইয়া শ্রীঅঙ্গ মার্জন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহার শ্রীঅঙ্গ দুগ্ধাকারে গঙ্গাজলে মিশে গিয়ে তিনি অন্তর্ধান লীলা করিলেন।

বর্তমানে শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্থাপিত শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ সেবিত হইতেছে। মন্দিরটি অতীব জীর্ণদশা প্রাপ্ত। সম্মুখের সংকীর্ত্তন মন্দিরটীও তদ্রূপ। অবিলম্বে সংস্কার না হইলে মন্দিরটী ভূমিস্যাৎ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

গোয়াস—মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এখানে শিবাই আচার্যের পুত্র হরিরাম আচার্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্যের শ্রীপাট। শ্রীহরিরম—শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ—

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের চরণাশ্রিত। শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য "শ্রীমন্মোহনবিগ্রহ" ও শ্রীহরিরাম আচার্য 'শ্রীকৃষ্ণরায়ের' সেবা প্রকাশ করেন।

গড়বেতা—দক্ষিণ-পূর্ব রেললাইনে খড়্গপুর। তথা হইতে বিষ্ণুপুর লাইনে গড়বেতা ষ্টেশন। এখানে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পার্ষদ সদাশিব কবিরাজের পৌত্র ও শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিতের পুত্র ঠাকুর কানাইর লীলাস্থলী। ঠাকুর কানাই শেষ বয়সে সন্ন্যাসী বেশে গড়বেতায় আগমন করেন। সঙ্গে সঙ্গী ছিল ছয় মূর্ত্তি শালগ্রাম। তিনি তথায় কুটির নির্মাণ করিয়া নির্জনে বাস করিতেন। একদিন শিলাবতী নদীতে স্নানকালে কোন বস্তু তার পাদস্পর্শ হইল। উঠাইয়া দেখিলেন উহা এক ব্রাহ্মণ কুমারের মৃত দেহ। ঠাকুর কানাই তাহার অলৌকিক কৃপা বলে সেই ব্রাহ্মণ কুমারকে জীবিত করিলেন। ব্রাহ্মণ কুমারের পিতা মাতা তাহাকে গৃহে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। ব্রাহ্মণ কুমার বলিল তোমরা যাহাকে তোমাদের পুত্র বলিয়া দাবী করিতেছ আমি সে নহি। যিনি আমাকে জীবন দান করিয়াছেন আমি চিরকাল তাহার সেবা করিব।

ঠাকুর কানাই তার নাম দিলেন রামচন্দ্র। এই রামচন্দ্রের বংশধরগণই বর্ত্তমান গড়বেতা শ্রীপাটের গোস্বামী। একসময় রাস পূর্ণিমার দিনে মহোৎসব করিয়া বৈষ্ণবগণকে ভোজন কারইলেন। তখন বৈষ্ণবগণ বলিলেন—আমরা পক্ক আম্র ও পক্ক পনস ভোজন করিতে ইচ্ছা করি। কাৰ্ত্তিক মাস পক আম্র দূরে থাকুক, আম্র গাছে তখন ফুলও ধরে নাই। ঠাকুর কানাই সেবক রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া শিলাবতী নদীর তীরে উপস্থিত হইলে এবং উত্তরীয় বস্ত্রটি জলে ভাসাইয়া উহাতে আরোহণ করিয়া নদী পার হইলেন। নদীর অপর পারে আম্র কাঁঠালের বাগান ছিল। বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন বৃক্ষগুলি সব পক্ক আম্র ও পক্ক কাঁঠালে পরিপূর্ণ। উহা হইতে আবশ্যক মত আম্র ও কাঁঠাল সংগ্রহ করিয়া গৃহে ফিরিয়া বৈষ্ণবগণকে পক্ক আম্র ও পক্ক কাঁঠাল ভোজন করাইলেন। এর পর ঠাকুর কানাই সমাধিতে বসেন। পরদিবস ধাদকিয়া গ্রামে বটবৃক্ষ তলে এক গোপ ঠাকুর

কানাইর দর্শন লাভ করিলেন। ঠাকুর কানাই গোপের নিকট হইতে দুগ্ধ ও দধি পান করিলেন এবং গোপকে বলিলেন, "তুমি আমার কুটিরে গিয়া দধি দুগ্ধের মূল্য লইবে। আমি সমাধি লাভ করিয়া নিত্য দেহে বৃন্দাবন গমন করিলাম। আমি যে স্থানে সমাধিস্থ আছি সেই স্থানে যেন আমার দেহ সমাধি প্রদান করে, এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্ধান করিলেন। গোপ ঠাকুরের কুটীরে আসিয়া সকল বর্ণনা করিলে শিষ্যগণ ঠাকুরের দেহ স্পর্শ করিয়া বুঝিলেন ঠাকুর লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁর আজ্ঞা অনুসারে শিষ্যগণ ঐ স্থানে তাঁহার সমাধি দিলেন। অদ্যাপি গড়বেতায় তাহার সমাধি এবং একটি তিন চারি হস্ত পরিমিত তার ব্যবহৃত যষ্টি বিদ্যমান আছে। যে বাগান হইতে আম্র ও কাঁঠাল আনিয়াছিলেন সেই বাগানটি কানাই ঠাকুরের বাগান নামে প্রসিদ্ধ। প্রতি কার্ত্তিক পূর্ণিমায় সমাধি মন্দিরে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

গোপালপুর—বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীনিবাস ঠাকুরের দ্বিতীয়া পত্নী গৌরাঙ্গপ্রিয়া দেবীর জন্মভূমি।

গোপালনগর—হুগলী জেলায় অবস্থিত। কৃষ্ণনগর ও খানাকুলের মধ্যবর্তী স্থান। এখানে অভিরাম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীহরিদাসের শ্রীপাট। শ্রীহরিদাস এখানে রাম কানাই বিগ্রহদ্বয় স্থাপন করেন। এক সময় অভিরাম ঠাকুর খানাকুলে নৃত্য করিতেছেন তখন এক ভাস্কর আসিয়া রাম কানাই বিগ্রহদ্বয় প্রদান করেন। সেই বিগ্রহদ্বয়ই হরিদাস প্রাপ্ত হন এবং গোপালনগরে স্থাপন করিয়া সেবা করিতে থাকেন।

ঘাটশিলা—মেদিনীপুর জেলার সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থান রসিকানন্দ ঠাকুরের দীক্ষা ভূমি। পাণ্ডবগণের বিশ্রাম স্থান। শ্যামানন্দ প্রভু ব্রজধাম হইতে গৌড়দেশে আগমন করিয়া প্রেম প্রচারের উদ্দেশ্যে উড়িষ্যা দেশে গমন করিবার সময় এই স্থানে রসিকানন্দের সঙ্গে তাহার মিলন হয়।

চক্রশাল—বর্ত্তমানে বাংলাদেশে চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত।

এখানে গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট। শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তনীয়া শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও শ্রীবাসুদেব দত্তের আবির্ভাব স্থান।

চাতরাবল্লভপুর—হুগলী জেলায় অবস্থিত হাওড়া ব্যাণ্ডেল লাইনে শ্রীরামপুর ষ্টেশনে নামিয়া তথা হইতে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। এইস্থানে কাশীশ্বর পণ্ডিত, শঙ্করারণ্য পণ্ডিত, শ্রীনাথ পণ্ডিত ও রুদ্র পণ্ডিতের শ্রীপাট। রুদ্র পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাবল্লভ জীউ রথে আরোহণ করিয়া রথযাত্রা করিয়া থাকেন। এই রথ মাহেশের রথ নামে বিখ্যাত।

শ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ অতি নয়নাভিরাম। গৃহস্থ সেবক সেবিকাগণ মিলে সেবা করিয়া থাকেন। সকালে মঙ্গলারতির পর বৃহৎ তাম্র পাত্রে বসাইয়া স্নান করান হয় এবং শৃঙ্গারাদি করে সিংহাসনে বসেন। শ্রীরাধাবল্লভদেব শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভুর দ্বারা নির্মিত। তিনি বাদশাহের নিকট হইতে যে তেলুয়া পাথরটী এনেছিলেন, উহা দ্বারা তিনটি বিগ্রহ নির্মাণ করেন। শ্যামসুন্দর তিনি এখন খড়দহে আছেন। শ্রীরাধাবল্লভ শ্রীরামপুরে এবং শ্রীনন্দদুলাল সাঁইবোনাতে আছেন।

চাকুন্দী—নদীয়া জেলায় অবস্থিত। পূর্ব রেলপথের ব্যাণ্ডেল কাটোয়া লাইনে কাটোয়া হইতে ১৫ কিমিঃ পাটুলী ষ্টেশনে নামিয়া প্রায় ৪ কিমিঃ দূরে অবস্থিত। রিক্সা করিয়া যাওয়া যায়। এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর জন্মস্থান। তিনি পিতা শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ও মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হন। শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণকালে কাটোয়াতে উপস্থিত ছিলেন। যখন মহাপ্রভুর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রবণ করিলেন। তখন হইতে চৈতন্য চৈতন্য বলিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে চাকুন্দী গ্রামে আসেন। গ্রামবাসিগণ তাহার প্রেমবিহ্বল মূর্তি দর্শনে তাহার নাম দেন "শ্রীচৈতন্যদাস।" তদবধি তিনি চৈতন্যদাস নামেই পরিচিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে অবস্থানকালে চৈতন্যদাস সপত্নীক পুত্র কামনায় শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। শ্রীমহাপ্রভু তাহাদের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া

তাহাদিগকে পুত্রবর প্রদান করেন। এই চাকুন্দী গ্রামেই শ্রীচৈতন্য-দাসের গৃহে শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন।

জলাপন্থ—বর্ত্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত এখানে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়ের জন্মস্থান। তিনি পূর্বে তৎকালীন অন্যান্য জমিদারদের ন্যায় দস্যুবৃত্তি করিতেন। ঠাকুর মহাশয়ের কৃপালাভ করিয়া তিনি বৈষ্ণব হন এবং ঠাকুর মহাশয় তাহাকে শ্রীহরিদাস নাম প্রদান করেন।

জাগেশ্বর—এখানে শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ শ্রীকমলাকান্ত পিপ্পলাইর শ্রীপাট। ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম।

জিরাট—হুগলী জেলায় অবস্থিত ব্যাণ্ডেল কাটোয়া লাইনে হাওড়া হইতে ৬২ কিমিঃ দূরে অবস্থিত জিরাট ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে দেড় কিমিঃ দূরে। এখানে নিত্যানন্দপ্রভুর কন্যা শ্রীগঙ্গাদেবীর শ্রীপাট। অদ্যাপি তাহার শ্রীরাধাগোপীনাথ জীউর সেবা বিদ্যমান।

জলঙ্গী—মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট।

জঙ্গলীটোটা—মালদহ জেলায় অবস্থিত। মালদহ টাউন হইতে প্রায় ৯ কিমিঃ দূরে শ্রীজঙ্গলীর পাট অবস্থিত। অদ্বৈত ঠাকুরের পত্নী শ্রীসীতাঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীযোগেশ্বর পণ্ডিত স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া ভজন করিতেন। তিনি অনেকদিন শান্তিপুরে সিতাদেবীর সেবা করার পর সীতাদেবী তাহাকে আদেশ করিলেন তুমি অরণ্যে গিয়া ভজন কর এবং শ্রীচৈতন্য নাম জপ কর। সেখানে তোমার সহিত হরিদাস নামে এক গৃহস্থের পুত্রের দেখা হইবে এবং তোমার শরণাগত হইবে। তাহার দ্বারা তোমার গানের প্রচার হইবে। সেই হইতে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী এক জঙ্গলে অবস্থান করিয়া ভজন করিতে লাগিলেন। একদিন কয়েকজন শিকারী শিকারার্থে ঐ বনে প্রবেশ করিয়া জঙ্গলীকে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইল। কারণ ঐ ঘন জঙ্গলে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্যবরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু অধ্যুসিত অরণ্যে একাকি কি করিয়া বাস করিতেছে। শিকারীরা জঙ্গলীকে দেবী জ্ঞানে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন

এবং ফিরিয়া গিয়া গৌড়েশ্বরের বাদশাহকে এই সংবাদ দিল। গৌড়ের বাদশাহ শিকার ছলে ঐ বনে প্রবেশ করিয়া জঙ্গলীর কাছে জল প্রার্থনা করিল। জঙ্গলী তাহাদিগকে জল দানে তৃপ্ত করিলেন।

বাদশাহ তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একটি স্ত্রীলোককে আনয়ন করিলেন। সে পরীক্ষা করিয়া তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া নিরূপণ করিল। বাদশাহ তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ বেশ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই তোমাকে দেওয়া হইবে। জঙ্গলী ঐ বনটি প্রার্থনা করিলে বাদশাহ কেবলমাত্র বনটি দিলেন তাহাই নহে, বনটি পরিষ্কার করাইয়া তথায় জঙ্গলীর জন্য পুরী নির্মাণ করিয়া দিলেন। সেই হইতে সেই স্থান জঙ্গলী কোঠা নামে প্রসিদ্ধ হইল। কিছুদিন পরে সীতাঠাকুরাণীর ভবিষ্যৎ বাণী অনুসারে এক গৃহস্থের পুত্র গোচারণে আসিয়া জঙ্গলীর শরণাগত হয় এবং স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। জঙ্গলীর মহিমা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ায় একদিন এক ফকির তথাকার দেওয়ানকে ব্যাঘ্রের উপর আরোহণ করাইয়া নিজে ব্যাঘ্রকে চালনা করিয়া জঙ্গলীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সঙ্গে বহু গ্রামবাসী আসিল। জঙ্গলী সকলকে বসিবার জন্য আসন দিলেন। দেওয়ান জঙ্গলীকে বলিলেন "আপনি ব্যাঘ্রটিকে ধরুন আমি গিয়া আসনে বসিব।" জঙ্গলী হরিপ্রিয়াকে আদেশ করিলেন, "তুমি ব্যাঘ্রটির কর্ণে ধরিয়া রাখ" হরিপ্রিয়া ব্যাঘ্রটির দুই কান ধরিয়া উঁচু করিয়া দ্বাদশ বার ঘুরাইলেন তাহা দেখিয়া সকলে জঙ্গলীর মহিমা অনুভব করিল।

জঙ্গলী এবং তাহার শিষ্য অপ্রাকৃত লীলায় প্রবেশ করিয়াছে। স্থানটি একটি মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তগণ যেখানে নিমেষ অথবা ক্ষণকাল অবস্থান করেন সেই স্থান মহাতীর্থে পরিণত হয়।

ঝামইপুর—বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া লাইনে কাটোয়ার দুই ষ্টেশন পরে। কাটোয়া হইতে ১৪ কিমিঃ দূরে ঝামইপুর বরহান ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে ২ কিমিঃ দূরে

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের লেখক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাট অবস্থিত। কোন এক সময়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গৃহে অহোরাত্র সংকীর্ত্তনের সময় মীনকেতন রামদাস আগমন করিলে তাহার ভ্রাতা তাহাকে যথাযোগ্য আদর করিলেন না। কারণ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল না। মীনকেতন ক্রোধিত হইয়া তাহার বংশী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এই বৈষ্ণব অপরাধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভ্রাতার সর্বনাশ হইল। সেই রাত্রে প্রভু নিত্যানন্দ স্বপ্নে কৃষ্ণদাসকে দর্শন দিয়া বৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করিলেন। "নৈহাটীর নিকটে ঝামটপুর গ্রাম। তাহা স্বপ্নে দেখা দিলেন নিত্যানন্দ রাম।" (চৈঃ চঃ)। নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

ঝামটপুর গ্রামের শ্রীপাটে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ও কুলাদি দেবতা মদনমোহন ও হস্ত লিখিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

তড়াআঁটপুর—হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া হইতে বাসযোগে চাঁপাডাঙ্গা। চাঁপাডাঙ্গা হইতে আঁটপুর অল্পদূরে অবস্থিত। আবার তারকেশ্বর পর্য্যন্ত ট্রেনে গিয়া তথা হইতে বাসযোগে চাঁপাডাঙ্গা যাওয়া যায়। এখানে শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ শ্রীপরমেশ্বর দাসের শ্রীপাট। এই পরমেশ্বর দাসই শ্রীজাহ্নবাদেবীর আদেশে নয়ন ভাস্কর নির্মিত শ্রীরাধারাণীর শ্রীমূর্তি লইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। তথায় এই শ্রীমূর্তি শ্রীগোপীনাথদেবের বামে স্থাপিত হয়। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসার পর শ্রীজাহ্নবামাতা শ্রীপরমেশ্বর দাসকে আদেশ করিলেন তুমি তড়াআঁটপুরে গিয়া শ্রীরাধাগোপীনাথ মূর্তি স্থাপন কর। এই বিগ্রহ স্থাপনকালে মহোৎসবে শ্রীজাহ্নবামাতা উপস্থিত ছিলেন।

তমলুক—মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। হাওড়া হইতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া-হলদিয়া লাইনে, হাওড়া হইতে ৯৫ কিঃ মিঃ দূরে তমলুক ষ্টেশন। এখানে গৌরাঙ্গ কীর্ত্তনীয়া ও পদকর্ত্তা শ্রীমাধবঘোষ

ঠাকুরের শ্রীপাট। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীমাধবঘোষ ঠাকুর এখানে আসিয়া বাস করেন।

তকিপুর—বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। কাটোয়ার নিকট অবস্থিত। এখানে শ্রীনরহরি ঠাকুরের শিষ্য শ্রীগোপাল দাসের শ্রীপাট অবস্থিত। পূর্বে তিনি শ্রীখণ্ডে থাকিতেন। তথা হইতে তকিপুরে এসে যে বাটীতে বাস করেন, ব্রহ্মদৈত্যের ভয়ে সে বাটীর নিকট কেহ যেতেন না। শ্রীঠাকুর মহাপ্রসাদ দানে তাহাকে উদ্ধার করেন। গ্রামবাসিগণ উহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিল। এখানে এখনও শ্রীগোপাল সেবা বিরাজমান আছে।

দ্বীপাগ্রাম—হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া তারকেশ্বর লাইনে হরিপাল ষ্টেশনে নামিয়া বাসে যেতে হয়। এখানে অভিরাম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূতের শ্রীপাট বিরাজিত। এখানে শ্রীগোপাল-মূর্ত্তি সেবিত হইতেছে।

দেনুড়—বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। বর্ধমান ষ্টেশনে নামিয়া তথা হইতে বাসযোগে দেনুড়ে যাওয়া যায়। এখানে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট বিদ্যমান, এইস্থানে বসেই শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ রচনা করেন ১৪৯৫ শকাব্দে।

দেবগ্রাম—মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। আজিমগঞ্জ নলহাটী লাইনে আজিমগঞ্জ হইতে ১৯ কিঃ মিঃ দূরে সাগরদীঘি ষ্টেশনে নামিয়া যেতে হয়। এখানে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের আবির্ভাব স্থান।

ধারেন্দা বাহাদুরপুর—মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলের খড়্গপুর ষ্টেশনের নিকটে অবস্থিত। এইস্থান শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর জন্মভূমি।

শ্রীনবদ্বীপধাম বা কোলদ্বীপ—নদীয়া জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে হাওড়া কাটোয়া লাইনে হাওড়া হইতে ১০৫ কিঃ মিঃ দূরে নবদ্বীপ ধাম ষ্টেশন। এখানে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ বিরাজিত আছে। ষ্টেশন হইতে রিক্সায় যাওয়া যায়। শহর নবদ্বীপের উত্তর প্রান্তে পীরতলা নামক স্থানে বৈষ্ণব

সার্বভৌম শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের ভজন কুটীর ও সমাধি বিদ্যমান।

শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ এই নবদ্বীপে ভজন করিতেন। ইনিই বিশ্ববিখ্যাত গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত স্বরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের গুরুদেব। খেয়াঘাটের নিকট সিদ্ধপুরুষ শ্রীবংশীদাস বাবাজীর ভজন কুটীর দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রৌঢ়মায়া বা পোড়ামাতলা নামক স্থান বিশেষ বিখ্যাত। পূর্ব্বে এস্থানের নাম কুলিয়া ছিল। তাই কেহ কেহ এই স্থানকে কুলিয়া নবদ্বীপখণ্ড বলে।

শ্রীমায়াপুর বা অন্তর্দ্বীপ—পূর্বরেলওয়ের শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ১০০ কিঃ মিঃ দূরে কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে নামিয়া তথা হইতে কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট ছোট লাইনে ১২ কিঃ মিঃ দূরে নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন, তথায় নামিয়া হুলোর ঘাটে খেয়া পার হইয়া মায়াপুর যাইতে হয়। অথবা কৃষ্ণনগর হইতে বাসযোগেও ধুবুলিয়া হইয়া মায়াপুর যাওয়া যায়। শ্রীমায়াপুরে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শচী জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ১৪০৭ শকাব্দে। এই মায়াপুরে শ্রীবাস পণ্ডিত ও অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু বাস করিতেন। মহাপ্রভুর বাল্যকালে ব্রজের কানাইয়ের ন্যায় চঞ্চল ছিলেন। তারপর বিদ্যাবিলাস লীলায় তৎকালে পণ্ডিত-গণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। তৎপরে গয়ায় শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীবাস অঙ্গনে সঙ্কীর্ত্তন বিলাস আরম্ভ করেন। "কলিযুগের ধর্ম হয় নাম সংকীর্ত্তন। এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন।" ২৪ বৎসর বয়সে কাটোয়ায় শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন এবং শ্রীক্ষেত্রধামে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের নিকট অবস্থান করিয়া স্বীয় প্রেম আস্বাদনে ২৪ বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। এই ২৪ বৎসরের মধ্যে প্রথম ৬ বৎসর বৃন্দাবন, দক্ষিণদেশ ও নবদ্বীপ যাতায়াত করিয়াছেন। শেষ ১৮ বৎসর ক্ষেত্রধামে গৌর গম্ভীরাতে অবস্থান করিয়া কেবল অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে নিয়া প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন এবং ৪৮ বৎসর বয়সে অন্তর্ধান লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন।

মায়াপুরে যোগপীঠে একবিংশতি চূড়াযুক্ত সুউচ্চ মন্দির বিরাজমান। চৈতন্যমঠে বিশাল মন্দিরে সুবৃহৎ রাধাকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। জগৎগুরু শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মিশনের এইটি আকর মঠ। এই স্থানে অবস্থিত প্রভুপাদের সমাধি মন্দির ও গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির দর্শনীয়। এই মায়াপুরে আরও অনেক ছোট বড় মন্দির আছে।

সীমন্ত দ্বীপ—নদীয়া জেলায় অবস্থিত, শিয়ালদহ লালগোলা লাইনে শিয়ালদহ হইতে ১১২ কিঃ মিঃ দূরে ধুবুলিয়া ষ্টেশনে নামিয়া সীমন্ত দ্বীপে যাওয়া যায়। কৃষ্ণনগরে নামিয়াও বাসযোগে যাওয়া যাইতে পারে। এইখানে শচীমাতার জন্মস্থান। এই গ্রামকে পূর্বে সিমুলিয়া গ্রাম বলিত। বর্তমানে ইহা বেলপুকুর নামে অভিহিত। একদা কৈলাস ধামে শিব গৌরাঙ্গ চিন্তা করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃত্যে কৈলাস গিরি টলমল করিতে লাগিল। কৈলাস গিরি রসাতল প্রবেশের ভয়ে গিরিজা সমীপে উপস্থিত হইয়া ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। পার্বতী শিব সমীপে উপনীত হইয়া শিবের উদ্দণ্ড নৃত্যে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে নৃত্য ভঙ্গ হইলে শঙ্করীর জিজ্ঞাসার উত্তরে শঙ্কর বলিলেন—কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া পাপী, তাপী, অপরাধী সকলকে প্রেম প্রদান করিবেন। পার্ব্বতী এই কথা শুনিয়া এই স্থানে আসিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। গৌরসুন্দর তাঁহাকে দর্শন দিলে পার্ব্বতী বলিলেন—"আমি তোমার ভক্ত চিত্রকেতু রাজাকে অন্যায় অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু চিত্রকেতু শাপ দিতে সমর্থ হইলেও বৈষ্ণব রাজা আমাকে স্তব করিয়াছিলেন। আমার এই বৈষ্ণব অপরাধের প্রতিকার কি হইবে?" মহাপ্রভু বলিলেন বৈষ্ণব রাজা তোমাকে পূর্ব্বেই ক্ষমা করিয়াছেন। তোমার বৈষ্ণব অপরাধ তিনিই দূর করিয়াছেন। এই বলিয়া মহাপ্রভু অন্তর্ধান করিলে তিনি যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন দেবী সে স্থানের ধূলি লইয়া

সীমন্তে ধারণ করিলেন। তদবধি এই স্থানের নাম সীমন্ত দ্বীপ হইয়াছে।

গোদ্রুম দ্বীপ ঃ—নদীয়া জেলায় অবস্থিত। কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগরে নামিয়া তথা হইতে ছোট লাইনে নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশন। এখানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন কুটির স্বানন্দসুখদ কুঞ্জ বিরাজিত আছে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এখানে থাকিয়া বহুদিন ভজন করিয়াছেন। এবং তৎকালে জগন্নাথ দাস বাবাজী ও গৌরকিশোর দাস বাবাজী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের সমাগম হইত। এই স্থানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়জন শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ এবং তথায় গৌরসুন্দরের লীলা মন্দির বিশেষ আকর্ষণের বস্তু।

মধ্যদ্বীপঃ—নদীয়া জেলায় অবস্থিত মাজিতা গ্রাম। কৃষ্ণনগর হইতে বাসযোগে যাওয়া সুবিধাজনক। এখানে সপ্তঋষিগণ গৌর-সুন্দরের আরাধনা করেন। মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে তাহাদিগকে দর্শন দান করিয়াছিলেন। তাই ইহার নাম মধ্যদ্বীপ হইয়াছে। এখানে নৃসিংহদেবের মন্দির প্রসিদ্ধ। এই মধ্যদ্বীপে সুর্বণবিহার ও হরিহরক্ষেত্র অবস্থিত।

ঋতু দ্বীপ ঃ—ব্যাণ্ডেল কাটোয়া লাইনে ব্যাণ্ডেল হইতে ৫৭ কিঃ মিঃ দূরে সমুদ্রগড় ষ্টেশন। তথা হইতে রাতুপুর গ্রাম। এখানে দ্বিজবাণীনাথের প্রকটিত শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই বিগ্রহ বিরাজিত। এখানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মঠ বিদ্যমান। ইহার নিকটেই বিদ্যানগর অবস্থিত। এখানে বিখ্যাত পণ্ডিত মহাপ্রভুর পার্ষদ বিদ্যা বাচস্পতির বাসগৃহ। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর এখানে আসিয়াছিলেন এবং বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন।

জহ্নু দ্বীপ ঃ—ব্যাণ্ডেল কাটোয়া লাইনে ব্যাণ্ডেল হইতে ৭০ কিঃ মিঃ দূরে ভাণ্ডার টিকুরি ষ্টেশন হইতে অল্প দূরে জাহ্নগড় গ্রামে জহ্নু মুনি গৌর আরাধনা করিয়াছিলেন এবং গৌরসুন্দর তাহাকে নবীন সন্ন্যাসীরূপে দর্শন দান করিয়াছিলেন।

মোদদ্রুম দ্বীপ ঃ—ভাণ্ডার টিকুরি ষ্টেশন হইতে অল্প দূরে অবস্থিত মামগাছি গ্রাম। এখানে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের রচয়িতা শ্রীব্যাস কবি বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট বিরাজমান। গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর এখানে বাস করিতেন।

রুদ্র দ্বীপ ঃ— মামগাছি হইতে গঙ্গা পার হইয়া রুদ্রদ্বীপে যাওয়া যায়। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে পায়ে চলা রাস্তায় ৪ কিঃ মিঃ দূরে ভাগীরথীর তীরে রুদ্রদ্বীপ অবস্থিত। এখানে গণসহ রুদ্র গৌর-সুন্দরের দর্শন মানসে তপস্যা করিয়াছিলেন। এইজন্য এই স্থানকে রুদ্রদ্বীপ বলা হয়। এখানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগণ শ্রীমন্দিরে পূজিত হইতেছেন।

নবগ্রাম ঃ—বর্তমান বাংলদেশে শ্রীহট্ট জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব স্থান। ১৩৫০ শকাব্দে এই নবগ্রামে অদ্বৈতপ্রভুর জন্ম হয়। তাঁর পিতা কুবের মিশ্র। মাতার নাম নাভা দেবী। ইহারা শ্রীহট্টের নবগ্রাম হইতে নদীয়া জেলার শান্তিপুরে বাসস্থান স্থাপন করেন।

নারায়ণগড় ঃ—মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। খড়্গপুর হইতে ২৩ কিঃ মিঃ দূরে নারায়ণগড় ষ্টেশন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচল যাওয়ার পথে এ স্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এবং নৃত্য কীর্ত্তন করিয়া প্রেম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমনৃত্য দর্শনে বহু লোক ধন্য হইয়াছিল।

নন্যাপুর—বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। কাটোয়া বারহারোয়া লাইনে কাটোয়া হইতে ১৭ কিঃ মিঃ দূরে সালার ষ্টেশন। তথা হইতে নিকটবর্ত্তী নন্যাপুর গ্রাম। এখানে নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা মাধব আচার্যের জন্মস্থান।

নৈহাটী—বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া কাটোয়া লাইনে ১৭ কিঃ মিঃ দূরে সালার ষ্টেশন। ইহার নিকটবর্ত্তী নৈহাটী বা নবহট্ট গ্রাম। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের

পিতৃদেব শ্রীকুমারদেব জ্ঞাতি বিরোধে উত্যক্ত হইয়া এইস্থান ত্যাগ করিয়া বাকলা চন্দ্রদ্বীপে চলিয়া যান।

পানিহাটী—শিয়ালদহ রাণাঘাট লাইনে শিয়ালদা হইতে ১৬ কিঃ মিঃ দূরে সোদপুর স্টেশন। তথা হইতে দেড় কিঃ মিঃ দূরে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের পাট অবস্থিত। কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে বাসযোগেও পানিহাটী যাওয়া যায়। রাঘব পণ্ডিতের ভগ্নী দময়ন্তী সমস্ত বৎসর ধরিয়া মহাপ্রভুর ভোজনের উপযুক্ত দ্রব্যাদি তৈয়ার করিয়া ছোট ছোট কাপড়ের থলিতে ভরিতেন। ওই ছোট ছোট থলিগুলি আর একটি বড় থলিতে বন্ধ করিতেন। এইরূপে অনেকগুলি মাঝারি থলি একত্র করিয়া একটি বড় থলিতে ভরিতেন। এই প্রকার তিনটি বৃহৎ ঝালি নিয়া রাঘব পণ্ডিত প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত বৎসর ধরিয়া ভক্তের প্রীতির দ্রব্য গ্রহণ করিতেন। এই ঝালি 'রাঘবের ঝালি' নামে বৈষ্ণব জগতে প্রসিদ্ধ।

শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আদেশে ক্ষেত্র ধাম হইতে নবদ্বীপে আগমন করেন। এবং প্রথমে এই রাঘব পণ্ডিতের গৃহেই অবস্থান করিতেন। রাঘব পণ্ডিত নিত্যানন্দ প্রভুকে একদিন অভিষেক করিয়া বসন-ভূষণে সজ্জিত করিয়া আসনে বসাইলেন। তখন রাঘব পণ্ডিতকে আদেশ করিলেন—"আমাকে কদম্ব পুষ্পের মালা পরাও।" রাঘব পণ্ডিত বলিলেন, "প্রভু এ সময় কদম্ব পুষ্পের সময় নহে।" তখন নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন বাগানে গিয়া ভাল করিয়া দেখ। রাঘব পণ্ডিত বাগানে গিয়া দেখিলেন জামির গাছে অসংখ্য সুগন্ধি কদম্ব পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। রাঘব পণ্ডিত প্রীতিভরে পুষ্পগুলি চয়ন করিয়া তৎদ্বারা মালা গাঁথিয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে পরাইলেন। তখন নিত্যানন্দের আদেশে সকল ভক্তগণ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এই সংকীর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্ষেত্রধাম হইতে সকলের অলক্ষ্যে পানিহাটীতে আগমন করিয়া সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং কতিপয় ভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁহার দর্শন পাইয়াছিল। এইরূপে বিবিধ লীলাবিলাসে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ৩ মাস

কাল পানিহাটীতে রাঘব ভবনে বাস করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন গমন মানসে ১৪৩৬ শকাব্দে ইং ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে নৌকারোহণে গঙ্গা পথে পানিহাটী গ্রামে উপস্থিত হন। রাঘব পণ্ডিত অতি যত্ন সহকারে প্রভুকে আপনার গৃহে আনিয়া নানাপ্রকার সেবা করেন। মহাপ্রভু সেবারে কানাইয়ের নাটশালা পর্য্যন্ত গিয়া বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর না হইয়া ফিরিয়া আসেন। এবং পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে কতিপয় দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন।

এক সময় সপ্তগ্রামের শ্রীরঘুনাথ দাস নিত্যানন্দপ্রভুকে দর্শনের জন্য পানিহাটীতে রাঘবভবনে আগমন করেন। নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথকে বলিলেন, তোমাকে আমি দণ্ড দিব। আমার পার্ষদগণকে দধি চিড়া মহোৎসবে আপ্যায়িত করিতে হইবে। রঘুনাথ আনন্দিত চিত্তে গ্রামে লোক পাঠাইয়া দধি, চিড়া, দুগ্ধ, চাঁপাকলা প্রভৃতি আনাইয়া গঙ্গা তীরে বটবৃক্ষমূলে দধি চিড়া মহোৎসব করিয়াছিলেন। এই মহোৎসবে শ্রীক্ষেত্র হইতে মহাপ্রভু উপস্থিত হইয়া ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই মহোৎসবের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। প্রত্যেক বৈষ্ণবদের দুই দুইটি মাটির মালসা দিয়াছিলেন। একটিতে দুগ্ধ চিড়া অন্যটিতে দধি চিড়া পরিবেশিত হইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া নিকটস্থ বিক্রেতাগণ দধি, চিড়া সুপক্ক কদলি লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। রঘুনাথ দাস তাহাদিগের দ্রব্যাদির মূল্য দিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইয়াছিলেন। যে বটবৃক্ষমূলে নিত্যানন্দ প্রভু বসিয়াছিলেন সেই বৃক্ষটি এখনও বিদ্যমান আছে। প্রত্যব্দ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মহোৎসব স্মৃতিতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে এইস্থানে মহামহোৎসব হইয়া থাকে। শ্রীবিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকাতে এই তিথিটীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পণাতীর্থ—বর্তমান বাংলাদেশের একটি প্রস্রবণ। শ্রীহট্ট জেলায় অবস্থিত। মাতা নাভাদেবীর নিমিত্ত সকল তীর্থকে আহ্বান করিয়া এই প্রস্রবণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন শ্রীঅদ্বৈতআচার্য প্রভু। কিংবদন্তি আছে
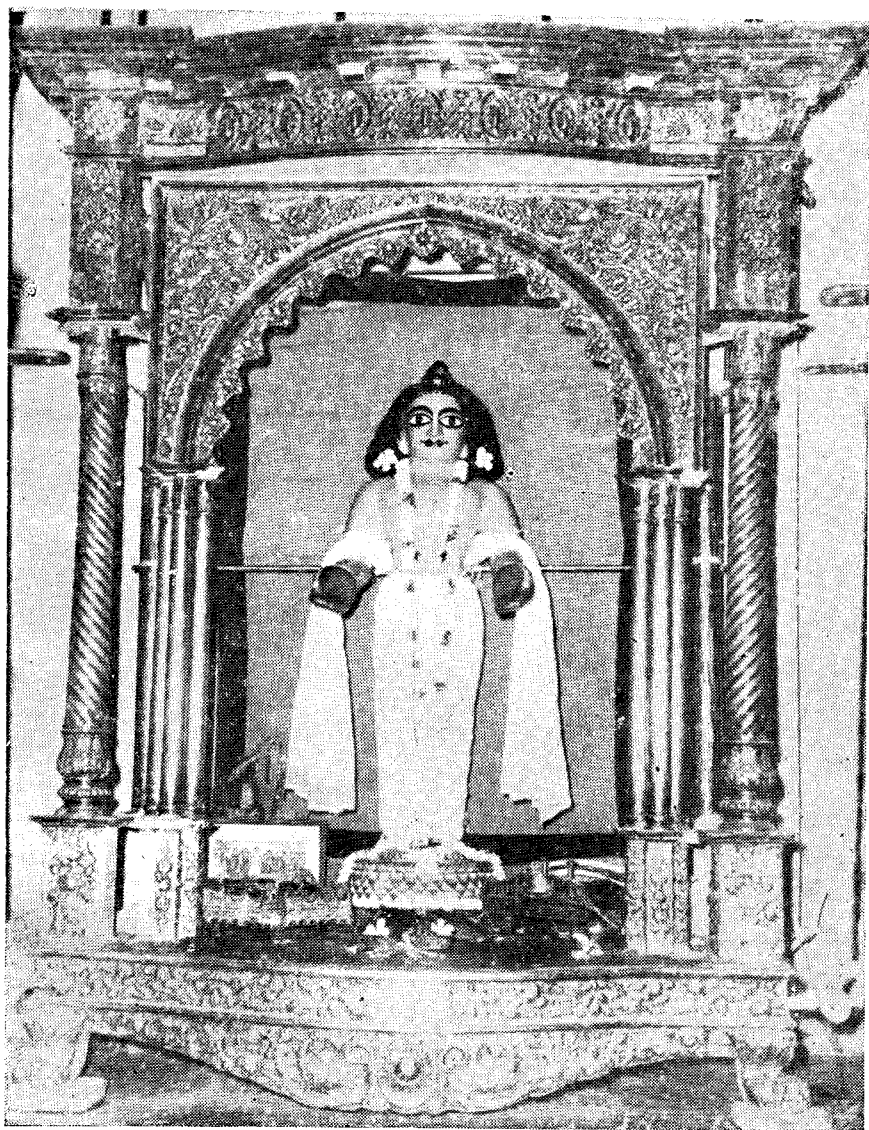
নবদ্বীপে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবিত শ্রীনদীয়াবিহারী গৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ।

(পৃঃ ৩৪)

চাঁপাহাটী—শ্রীদ্বিজবাণীনাথের সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর জীউ।

(পৃঃ ৩৭)

নিম্ববৃক্ষতলে শচীনন্দন গৌরহরির জন্মভিটা। (পৃঃ ৩৫)

মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান—শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির (পৃঃ ৩৫)

কানাঞির নাটশালায় শ্রীগৌরপাদপীঠ-মন্দির (পৃ ২১)
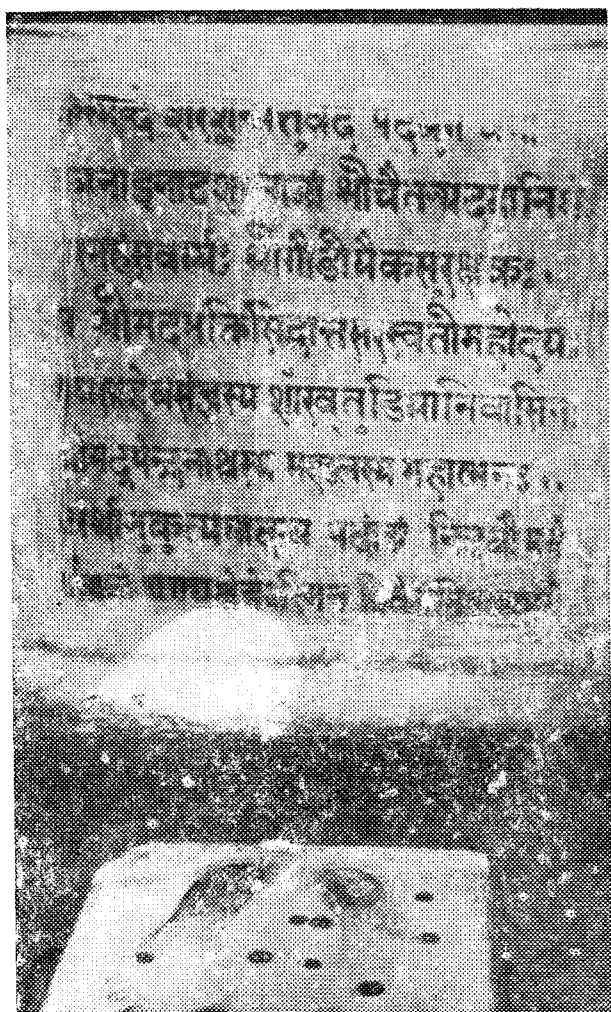
ওই প্রস্রবণের নিকটে গিয়া শঙ্খ বাদন ও হরিধ্বনি করিলে ঝর্ণার জল অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে ও বারুণী যোগের স্নান বহু ফলদায়ক।

পক্কপল্লী—খেতরীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম ; এখানে নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য রাজা শ্রীনরসিংহ দেবের শ্রীপাট। রাজা ধার্মিক ছিলেন এবং প্রজাদিগকে নিজের পুত্রজ্ঞানে পালন করিতেন। তাহার সভাপণ্ডিত ছিলেন শ্রীরূপনারায়ণ। এই পণ্ডিত রূপনারায়ণই বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত রূপনারায়ণ অনেক সাধ্যসাধন করিয়া নরসিংহ রায়কে ঠাকুর নরোত্তম দাসের সংগে বিচার করিতে সম্মত করিলেন। অনেক পণ্ডিত সংগে নিয়ে রূপনারায়ণ রাজা নরসিংহদেবের সহিত খেতুরীর নিকট কুমারপুর নামক একটি বাজারে উপস্থিত হইলেন। সেই বাজারে গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও রামচন্দ্র কবিরাজ তাম্বুলি ও কুম্ভকারের বেশে রাজ পণ্ডিতগণকে পরজয় করেন। রাজা পণ্ডিতমণ্ডলিসহ ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য হলেন। রাজ-পত্নী রূপমালাও ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্যা হন।

পাঁছপাড়া—বাংলাদেশের রাজসাহী জেলায় অবস্থিত। এখানে ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য বিপ্রদাসের শ্রীপাট বিরাজিত। এই বিপ্রদাসের ধান্যগোলা হইতেই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ আবিষ্কার করেন।

শ্রীভক্তিরত্নাকর দশম তরঙ্গ—

গোপাল পুরের সন্নিধানে ক্ষুদ্র গ্রাম।
তথা বৈসে ভাগ্যবন্ত বিপ্রদাস নাম॥
ধান্য-সর্ষপাদি গোলা তাঁর গৃহান্তরে।
তথা সর্প ভয়ে কেহ যাইতে না পারে॥
সর্পাধিকারের কেহ না বুঝে কারণ।
মন্ত্রৌষধি কৈলে সর্প গর্জে অনুক্ষণ॥
না জানি শ্রীঠাকুরের কিবা হৈল মনে।
রজনী প্রভাতে শীঘ্র গেলা সেইখানে॥

বিপ্রদাস আসি কৈল চরণ বন্দন।
অতি দীন হীন হৈয়া কহে কি কার্য্যাগমন॥

শ্রীপাট খেতুরীতে ঠাকুর মহাশয় অবস্থান করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপনে বাঞ্ছা করিলে স্বপ্নে ছয় বিগ্রহ দর্শন দিয়া আজ্ঞা প্রদান করিলেন। প্রভাতে কারিগর আনিয়া বিগ্রহ নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইল। কিন্তু গৌরাঙ্গ বিগ্রহ কারিগরগণের শত চেষ্টা সত্ত্বেও আজ্ঞানুরূপ হইল না। তখন ঠাকুর মহাশয় চিন্তাযুক্ত হইলে স্বপ্নে গৌরচন্দ্র দর্শন দান করিয়া বলিতে লাগিলেন।

"সন্ন্যাসের পূর্ব্বে আমি নিজ মূর্ত্তি নিরমিয়া।
কেহ নাহি জানে রাখি গঙ্গায় ডুবাইয়া॥
তুমি মোর প্রেমমূর্ত্তি তোরে করি অনুগ্রহ।
বিপ্রদাসের ধান্য গোলায় রেখেছি বিগ্রহ॥"

তখন নরোত্তম ঠাকুর সকলের নিবারণ সত্ত্বেও সেই সর্প অধ্যুষিত ধান্য গোলায় প্রবেশ করিলেন। গোলার রক্ষক সর্পগণ লুকাইয়া গেলেন। সকলকে বিস্মিত করিয়া নরোত্তম ঠাকুর সেই গোলা হইতে গৌরাঙ্গ বিগ্রহ বাহির করিয়া আনিলেন। বিপ্রদাস সবংশে নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হইলেন।

পাতাগ্রাম—বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। দেনুড় শ্রীপাটের নিকটবর্ত্তী। এই স্থানে ঠাকুর অভিরামের শিষ্য বিন্দুর ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট অবস্থিত। এখানে শ্রীগোপীনাথদেবের বিগ্রহ বিদ্যমান আছে।

পালপাড়া—নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদা রাণাঘাট রেলপথে শিয়ালদা হইতে ৬২ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট অবস্থিত।

পিছলদা—মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। হাওড়া খড়্গপুর লাইনে বাগনান ষ্টেশনে নামিয়া বাসযোগে যাইতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে নৌকাযোগে অঙ্গ দেশাধিপতির আয়োজিত নূতন নৌকায় আরোহণ করিয়া পিছলদায়

উপনীত হন। মহাপ্রভু এখান হইতে উক্ত নৌকায় আরোহণ করিয়া পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে উপনীত হন।

প্রেমতলী—বর্তমান বাংলাদেশের রাজসাহী জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদা লালগোলা লাইনে লালগোলা ষ্টেশনে নামিয়া ষ্টীমারে পদ্মা পার হইয়া প্রেমতলী যাইতে হয়। বর্তমানে ভারত গভর্ণমেণ্টের পাসপোর্ট ও বাংলাদেশ গভর্ণমেণ্টের ভিসা লইয়া যাইতে হয়। এইস্থানে নরোত্তম দাস ঠাকুর পদ্মাবতীর নিকট গচ্ছিত প্রেম প্রাপ্ত হন।

ফুলিয়া—ফুলিয়া নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদা শান্তিপুর লাইনে শিয়ালদা হইতে ৮৬ কিঃ মিঃ দূরে ফুলিয়া ষ্টেশন। এখানে নামিয়া ফুলিয়া যেতে হয়। নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট। এই ফুলিয়া গ্রামে বাংলা পয়ার ছন্দে রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাসের জন্মস্থান।

ফরিদপুর—বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত। এখানে নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীমুকুট মৈত্র ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্তীর শ্রীপাট বিরাজমান।

ফতেয়াবাদ—বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলায় অবস্থিত। সনাতন গোস্বামিপাদের পিতা কুমারদেব বাকলাচন্দ্রদ্বীপে বাসকালে যাতায়াতের সুবিধার জন্য এইস্থানে একটি বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন।

বাঘ্নাপাড়া—বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল কাটোয়া লাইনে হাওড়া হইতে ৮৬ কিঃ মিঃ দূরে বাঘ্নাপাড়া ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে প্রায় ৪ কিঃ মিঃ দূরে শ্রীরামাই পণ্ডিতের শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীরামাই পণ্ডিত এখানে রাম-কানাইয়ের সেবা স্থাপন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীবংশীবদনের পুত্র শ্রীচৈতন্য দাস; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামাই পণ্ডিত। জাহ্নবা মাতা রামাইকে পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাহ্নবা দেবী শ্রীগোপীনাথদেবের মন্দিরে অন্তর্ধান করার পর রামাই পণ্ডিত অত্যন্ত বিরহ কাতর হইয়া পড়িলেন। একদিন প্রত্যূষে মথুরায় প্রস্কন্দতীর্থে স্নানকালে কৃষ্ণরাম যুগল মূর্ত্তি যমুনার জলে

ভাসিয়া তাহার কোলে উপস্থিত হইল। বিগ্রহদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া রামাই পণ্ডিত শ্রীমদনমোহন দেবের মন্দিরে স্থাপন করিয়া অভিষেক মহোৎসবাদি করেন এবং জাহ্নবা দেবীর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিগ্রহ-দ্বয়কে নিয়া অম্বিকার নিকটবর্ত্তী স্থানে ব্যাঘ্র সঙ্কুল অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। এখানে গঙ্গায় স্নান করিয়া বিশ্রাম অন্তে গমন করিতে উদ্যত হইলে বিগ্রহদ্বয় বলিল, "এই স্থানটি গৌর নিতাইয়ের বিশ্রাম স্থান, আমরা এই স্থানে বাস করিব।" তখন রামাই পণ্ডিত নিকটবর্ত্তী রাধা নগরবাসীগণকে প্রভুর আদেশ জানাইলেন। তাহারা হর্ষভরে লোকজন লাগাইয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিলেন। রামাই পণ্ডিত তথায় কুটির বাঁধিয়া রাম কৃষ্ণকে স্থাপন করিলেন। সেবার দ্রব্যাদি গ্রামবাসিগণ অর্পণ করিতে লাগিল। একদিন এক ভীষণ আকার ব্যাঘ্র তথায় উপনীত হইলে সেবকগণ ভীত হইয়া রামাই পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামাই পণ্ডিত তাহার অলৌকিক শক্তি বলে ব্যাঘ্রের হিংসাবৃত্তি দূর করিয়া দিলেন। ব্যাঘ্র রামাই পণ্ডিতের নিকট দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন। একটি বর প্রত্যহ প্রসাদ গ্রহণ, অন্য বরে তাহার নামে গ্রামে নামকরণ করা। ব্যাঘ্র উক্ত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে করিতে প্রেমানন্দে দেহত্যাগ করিলেন। ব্যাঘ্রের দ্বিতীয় প্রার্থনা অনুসারে ঐ গ্রামের নাম বাঘ্না পাড়া রাখিলেন। ক্রমে সেই মন্দির দ্বারে শ্রীগোপেশ্বর শিব প্রকট হইলেন। অদ্যাপি প্রত্যহ শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রসাদ দ্বারা গোপেশ্বর শিবের অর্চন হইয়া থাকে। এক ধনী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মন্দির নির্মাণ করিয়া দিলেন এবং মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে যমুনা পুকুর নামে একটি পুকুর খোদিত হইল। ওই পুকুরে রামাই পণ্ডিতের অলৌকিক শক্তিবলে যমুনা দেবী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রামাই পণ্ডিত তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দনকে নবদ্বীপ হইতে বাঘ্নাপাড়ায় আনিয়া তাহার তিন পুত্রের উপর শ্রীপাট বাঘ্নাপাড়ার সেবাভার অর্পণ করেন। অদ্যাপি তাহাদের বংশধরগণ শ্রীপাটের সেবা করিতেছে।

বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। হাওড়া খড়্গপুর আদ্রা

লাইনে হাওড়া হইতে ২০১ কিঃ মিঃ দূরে মেদিনীপুরের ৬ ষ্টেশন পরে বিষ্ণুপুর ষ্টেশন। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য বীরহাম্বীরের রাজধানী। এই রাজা বীরহাম্বীর পূর্বে দস্যুবৃত্তি করিত। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভু বৃন্দাবন হইতে গোস্বামিগণের গ্রন্থরাজি লইয়া এই বিষ্ণুপুরে আগমন করিলে বীর হাম্বীরের অনুচরগণ গণনা করিয়া দেখিলেন এই শকটে প্রভূত রত্নরাজি রহিয়াছে। তাহারা বলপূর্ব্বক গ্রন্থ সম্পুট গ্রহণ করিয়া বীরহাম্বীরের কোষাগারে রাখিয়া দিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি দুঃখিত মনে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য একদিন রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তাহার অলৌকিক শক্তিবলে রাজার স্বভাব পরিবর্তন করিলেন। দস্যুরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণব হইলেন এবং গ্রন্থ সকল শ্রীনিবাস আচার্য্যকে প্রত্যার্পণ করিলেন। রাজা তাহার রাজমহলের অর্দ্ধেক গুরুদেবের বাসের জন্য অর্পণ করিলেন। রাজা কালাচাঁদ নামক শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। রাজা বীরহাম্বীর নিঃসন্তান ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য অভিরাম ঠাকুরকে আনাইয়া তাহার বরে রাজার একটি পুত্র হইল। এই বিষ্ণুপুরে মদনমোহন শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত আছে। কথিত আছে অভিরাম ঠাকুর তিনবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে মদনমোহনের ঘাড় বাঁকিয়া যায়। মদনমোহন বলিলেন—"তুমি আমার ঘাড় বাঁকাইলে কেন?" তখন অভিরাম ঠাকুর বলিলেন, "তুমি যে বিগ্রহরূপে স্বয়ং ভগবান। পাথরের মূর্ত্তি নও। ইহা জগৎ সমীপে প্রমাণ করার জন্য তোমার ঘাড় বাঁকাইয়াছি। ইহাতে তোমার মহিমা জগতে প্রচারিত হইতেছে।"

বুধুরি—মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ লালগোলা রেলপথে শিয়ালদহ হইতে ২১৬ কিঃ মিঃ দূরে ভগবান গোলা ষ্টেশন। তথা হইতে অল্প দূরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের শ্রীপাট অবস্থিত। এইস্থানে জগন্নাথ আচার্য্য গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য বড়ু গঙ্গাদাস ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য অভিরাম প্রভৃতির শ্রীপাট বিদ্যমান। শ্রীজাহ্নবা দেবী বৃন্দাবন হইতে

শ্রীমতী রাধিকাসহ শ্যামরায়কে আনয়ন করেন এবং এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দ কবিরাজ পূর্বে ভবানীদেবীর পূজা করিতেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া তিনি বৈষ্ণব হন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের রচিত প্রভূত কীর্ত্তন সম্ভার বৈষ্ণব জগতে প্রসিদ্ধ।

বোরাকুলি—মুর্শিদাবাদ জেলায় গোয়াসের নিকট অবস্থিত। এখানে শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তীর শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ইহার ভবনে আসিয়া "শ্রীরাধাবিনোদবিগ্রহ" প্রতিষ্ঠা করেন।

বরাহনগর—কলিকাতার নিকটবর্তী; বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর, বাসে করিয়া যেতে পারা যায়। এই স্থানটী বরানগর পাটবাড়ী নামে খ্যাত। এখানে গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীরঘুনাথ ভাগবত আচার্য্যের শ্রীপাট। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমবারে বৃন্দাবন যাত্রা হইতে নিবৃত্ত হইয়া এখানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্র রঘুনাথের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শ্রবণ করেন এবং তাঁহাকে 'ভাগবতাচার্য' এই পদবী প্রদান করেন। বর্তমানে এই শ্রীপাটটী শ্রীরামদাস বাবাজীর সম্প্রদায়ের বাবাজীগণ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এই শ্রীপাটে বহু প্রাচীন হাতেলেখা পুঁথি দেখিতে পাওয়া যায়।

বলরামপুর—মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। খড়্গাপুরের নিকটবর্তী স্থান। এখানে রসিকানন্দ প্রভু কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।

বড়বলরামপুর—মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীজগন্নাথ দাসের কন্যা শ্যামপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

বড়গাছি—নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ হইতে লালগোলা লাইনে ১১৮ কিঃ মিঃ দূরে মুরাগাছা ষ্টেশন তথা হইতে তিন কিঃ মিঃ দূরে বড়গাছি গ্রাম। এখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য বিহারী কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন শালিগ্রামে বিবাহ যাত্রা করিয়াছিলেন তখন এই বড়গাছি গ্রামে এই কৃষ্ণদাসের গৃহে

মঙ্গলাধিবাস সম্পন্ন হইয়াছিল। বড়গাছি গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলার নিদর্শন বিদ্যমান। শ্রীচৈতন্যভাগবতে এই সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।

বড়গঙ্গা—বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বপুরুষগণের আদি নিবাসভূমি। এখানেই প্রভুর পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের জন্মস্থান। কথিত আছে শ্রীমন্মহাপ্রভু বঙ্গদেশ বিজয়ের কালে শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন। এই সময় তাহার পিতামহ শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে ইহার উল্লেখ না থাকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ইহার সত্যতা স্বীকার করেন না। এই গ্রামেই শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও জগন্নাথ মিশ্র এক সঙ্গে শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন।

বাইগনকোলা—বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। শ্রীপাট কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী স্থান। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কৃপা প্রাপ্ত শ্রীরামশরণ চট্টরাজের শ্রীপাট অবস্থিত।

বাকলাচন্দ্রদ্বীপ—বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত। বর্তমানকালে বরিশাল জেলার অন্তর্গত মাধবপাশা নামক গ্রামই বাকলাচন্দ্রদ্বীপ নামে কথিত। এই স্থানে শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামীর পিতৃভূমি। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পিতা শ্রীকুমারদেব জ্ঞাতিবর্গের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বাকলাচন্দ্রদ্বীপে বাসস্থান করেন।

বাহাদুরপুর—শ্রীপাট বুধরীর নিকটবর্ত্তী মুশিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীকর্ণপুর কবিরাজ, শ্রীশ্যামদাস ও শ্রীবংশীদাস চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীবংশীদাস, শ্রীগোপীরমণ জীউর সেবা প্রচার করেন।

বার্ণপুর—মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। ইহা প্রভু শ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর লীলাভূমি। এইখানে শ্রীরসিকানন্দ প্রভু শ্রীবৈদ্যনাথ রাজার বাড়িতে অবস্থান করিয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া বহু হিন্দু ও মুসলমান তাহার শিষ্য হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া তথাকার মুসলমান শাসনকর্ত্তা

শ্রীরসিকানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তৎকালে এক মত্ত হস্তীর অত্যাচারে স্থানীয় অধিবাসিগণ অত্যন্ত বিপন্ন ছিল। সুবাদর বলিলেন—"তুমি যদি এই হস্তীকে হরিনাম দিতে পার তাহা হইলে তোমার কেরামতি বোঝা যাইবে।" শ্রীরসিকানন্দপ্রভু সকলের নিষেধ সত্ত্বেও সুবাদার ভবনে গমন করিলেন। পথে সেই মত্ত হস্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। হস্তীর মত্ততা দূর করিয়া তাহাকে হরিনাম দিলেন এবং তাহার গোপাল দাস নাম রাখিলেন। এই সংবাদ পাইয়া সুবাদার সেখানে উপস্থিত হইয়া রসিকানন্দের শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হইলেন।

বিল্বগ্রাম—নদীয়া জেলায় অবস্থিত। এখানে অভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীবলরাম ঠাকুরের শ্রীপাট অবস্থিত।

বিনুপাড়া—এখানে শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ দাসের শ্রীপাট অবস্থিত।

বিক্রমপুর—হুগলী জেলায় অবস্থিত। আরামবাগের নিকটবর্ত্তী স্থান। এখানে ঠাকুর অভিরাম গোপালের লীলাভূমি। সেইসময় বিক্রমপুর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। একদিন বনভূমির মধ্য দিয়া গমনকালে এক বাসুলিদেবীর সঙ্গে দেখা হইল। বাসুলিদেবী বলিলেন, "আমি কতকাল এই জঙ্গলে থাকিব, তুমি আমার সেবা প্রকাশ কর"। অভিরাম ঠাকুর বলিলেন—তুমি এখানেই থাক। এখানেই তোমার সেবা প্রকাশিত হইবে।

বীরভূমি—এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীভগবান কবিরাজের শ্রীপাট অবস্থিত।

বীরচন্দ্রপুর—বীরভূম জেলায় অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম একচক্রা ছিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আত্মজ শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভু এই স্থানের নাম বীরচন্দ্রপুর রাখেন। ইহার বিশেষ বিবরণ একচক্রায় দ্রষ্টব্য।

বুঁধইপাড়া—মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। প্রাচীন বুঁধইপাড়া গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলে শ্রীপাট নেয়াল্লিস পাড়ায় স্থানান্তরিত হয়।

এই স্থান সৈদাবাদের অপর তীরে ভাগীরথীর সংলগ্ন অবস্থিত। এইখানেই রামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র গোপীজন বল্লভের সহিত শ্রীনিবাস আচার্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর বিবাহ হয়। হেমলতা ঠাকুরাণী এই স্থানে শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই পাটে শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীযদুনন্দন আচার্য মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকর্ণানন্দ গ্রন্থ রচনা করেন।

বুঢ়ন—বর্ত্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলায় অবস্থিত। বুঢ়ন গ্রাম ঠাকুর হরিদাসের প্রকটভূমি। ঠাকুর হরিদাস বুঢ়ন গ্রামে কিছুকাল থাকিয়া পরে ফুলিয়াতে আসিয়া অবস্থান করেন।

"বুঢ়নে হইল অবতীর্ণ হরিদাস।"

চৈঃ ভাঃ আদি—৩৭

বুঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্তন প্রকাশ॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১৬।১৮

বেতুল্যা—বর্ত্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় অবস্থিত। এখানে ঠাকুর নরোত্তম দাসের প্রশিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট।

বেলুন—বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বর্দ্ধমান কাটোয়া লাইনে বর্দ্ধমান হইতে ১৯ কিঃ মিঃ দূরে ভাতার ষ্টেশন। তথা হইতে ৪ কিঃ মিঃ দূরে শ্রীঅনন্তপুরীর শ্রীপাট অবস্থিত।

বেলেটি—বর্ত্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। এখানে গৌরাঙ্গ শক্তি অবতার পণ্ডিত গদাধরের পিতা মাধব মিশ্রের জন্মস্থান। তিনি চক্রশালের জমিদার পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সহপাঠী ছিলেন। এই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট গদাধর পণ্ডিত মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বোধখানা—বর্ত্তমান বাংলাদেশে যশোহর জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীসদাশিব কবিরাজের শ্রীপাট অবস্থিত। বোধখানায় পঞ্চম-দোলের উৎসব হয়। এখানে একটি আশ্চর্য্য কদম্ববৃক্ষ আছে।

পঞ্চমদোলের পূর্বদিন ঐ বৃক্ষটিতে কোন ফুল থাকে না। দোলের দিন প্রত্যূষে কয়েকটি পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়।

বিল্লোক—হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে বাস যোগে যেতে হয়। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ঠাকুর অভিরাম গোপালের লীলাভূমি। ঠাকুর অভিরাম খানাকুলের কাজীগৃহ হইতে মালিনী দেবীকে সঙ্গে লইয়া বিল্লোক গ্রামে নদীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন কাজী সৈন্য পাঠাইয়া অভিরাম গোপাল ও মালিনীকে ধরিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ অভিরামকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অনেক গ্রামবাসীও উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। সেইখানে এক বিরাট কাষ্ঠের বোঝা পড়িয়াছিল, অভিরাম ঠাকুর সৈন্যগণকে বলিলেন, "তোমরা কেহ এই বোঝাটি তুলিয়া আন।" সৈন্যগণ উত্তর দিল ঐ বোঝা একশত জনেও উঠাইতে পারিবে না। তখন অভিরাম ঠাকুরের আদেশে মালিনী দেবী এক অঙ্গুলির দ্বারা ঐ বোঝাটি তুলিয়া আনিলেন। কাজী এই সংবাদ পাইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। অভিরাম গোপালের কাছে তাহার অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিল। অভিরাম গোপাল মালিনীসহ বিল্লোক হইতে কৃষ্ণনগর আসিলেন।

বেনাপোল—যশোহর জেলায় অবস্থিত। ইহা বর্ত্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত। শিয়ালদহ বনগাঁ লাইনে বনগাঁ নামিয়া যেতে হয়। বর্ত্তমান সময় যাইতে হইলে ভারত সরকারের পাসপোর্ট ও বাংলাদেশের ভিসা আবশ্যক। এখানে ঠাকুর হরিদাস কুটির নির্মাণ করিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এই স্থানেই হরিদাস ঠাকুর লক্ষহীরা বেশ্যাকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং তাহাকে কৃষ্ণদাসী নাম দিয়াছিলেন।

বগড়ী—মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণ পূর্ব রেলের হাওড়া হইতে ৭১ কিঃ মিঃ দূরে পাঁশকুড়া ষ্টেশন। তথা হইতে বাস-যোগে ঘাটাল হইয়া যাইতে হয়। এখানে অভিরাম গোপালের লীলাভূমি।

ভরতপুর—মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া লাইনে হাওড়া হইতে ১৩৩ কিমিঃ দূরে শালার ষ্টেশন, তথা হইতে ভরতপুর ১২ কিমিঃ দূরে অবস্থিত। বাসযোগে যাওয়া যায়। এখানে পণ্ডিত গদাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনয়নানন্দের শ্রীপাট। শ্রীগদাধর পণ্ডিত ক্ষেত্রধামে অন্তর্দ্ধান করিলে, শ্রীনয়নানন্দ শ্রীপণ্ডিত গদাধর গোস্বামীর স্বহস্ত লিখিত গীতা গ্রন্থ যাহাতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীহস্তে একটি শ্লোক লিখিয়াছিলেন সেই গ্রন্থ ও পণ্ডিত গোস্বামীর গলদেশে বিরাজিত, শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ সঙ্গে লইয়া ভরতপুরে শ্রীপাট স্থাপন করেন। সেই গীতা গ্রন্থ ভরতপুরের পাটে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। ভরতপুরের পাটে শ্রীরাধা গোপীনাথের সেবা প্রকটিত আছে। গদাধর পণ্ডিতের গলদেশস্থিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিটিও এই পাটে বিরাজিত আছেন।

ভঙ্গমোড়া—হুগলী জেলায় অবস্থিত। বর্ত্তমানে এই স্থান ডাঙ্গামোড়া নামে অভিহিত। তারকেশ্বর হইতে বাসে যাইতে হয়। এখানে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শিষ্য সুন্দরানন্দের শ্রীপাট অবস্থিত। এইস্থানে অভিরাম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীরজনী পণ্ডিত শ্রীমদনমোহন দেবের সেবা স্থাপন করেন।

ভিটাদিয়া—শ্রীহট্ট জেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। এই স্থান শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর পিতৃভূমি। কথিত আছে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদ্যা-বিলাস কালে এই স্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীস্বরূপ দামোদরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীলক্ষ্মীকান্ত লাহিড়ীর গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বরে তাঁহার একটি পুত্র জন্মে। ওই পুত্রটি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল রূপচন্দ্র। শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট শাস্ত্র বিচারে পরাভূত হন এবং পরবর্ত্তীকালে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

ভেড়ুয়াগ্রাম—হুগলী জেলায় অবস্থিত। সপ্তগ্রামের শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীপাট হইতে অল্পদূরে অবস্থিত। এখানে শ্রীঝড়ু ঠাকুরের শ্রীপাট অবস্থিত। রঘুনাথ গোস্বামীর জ্ঞাতি খুল্লতাত শ্রীকালিদাস আম্রফল নিয়া ঝড়ু ঠাকুরকে ভেট দিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন এই

আম্রের উচ্ছিষ্ট তাহাকে দিতে ঝড়ু ঠাকুর দিতে অসম্মত হইলেন। তখন কালিদাস আম্র ভেট দিয়া দূরে লুকাইয়া থাকিলেন। ঝড়ু ঠাকুর আম্র কৃষ্ণকে ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বীজ উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ফেলিয়া দিলেন। কালিদাস উচ্ছিষ্ট গর্ত্ত হইতে আম্রের বীজ গ্রহণ করিয়া চুষিতে লাগিলেন এবং প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই বীজ হইতে যে আম্র বৃক্ষটি জন্মিয়াছিল, সেই বৃক্ষটি অদ্যাপি শ্রীপাটে বিরাজিত আছে। শ্রীঝড়ু ঠাকুরের সেবিত শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহের সেবা শ্রীপাটে বিরাজিত আছে।

মালিহাটি—মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া রেলপথে হাওড়া হইতে ১৬৪ কিঃ মিঃ দূরে মালিহাটি তালিবপুর ষ্টেশন। এখানে হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীযদুনন্দন দাসের শ্রীপাট অবস্থিত। ইনি কর্ণানন্দ গ্রন্থ রচনা করেন।

যাজিগ্রাম—বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত, কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী স্থান। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু গৌরাঙ্গের প্রকাশ মূর্ত্তি ছিলেন। এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর মাতামহের ভবন ছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্যের পিতৃ-বিয়োগের পর তিনি মাতাকে নিয়ে চাকুন্দি হইতে আসিয়া যাজিগ্রামে বাস করিতে থাকেন। এই যাজিগ্রামের গোপাল চক্রবর্ত্তীর কন্যা দ্রৌপদীর সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিবাহ হয়। এখানে শ্রীমন্দির ডাল, ঢালা পুকুর, বীরহাম্বীর দীঘি প্রভৃতি বিদ্যমান আছে।

বীরহাম্বীর দীঘির তীরে রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর দর্শন লাভ করেন।

যশোড়া—নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদা রাণাঘাট লাইনে শিয়ালদা হইতে ৬৮ কিমিঃ দূরে চাকদহ ষ্টেশন। তথা হইতে ২ কিঃ মিঃ পশ্চিমে মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট অবস্থিত। এখানে জগদীশ পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা প্রকট করেন। কথিত আছে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর জগদীশ পণ্ডিত নীলাচলে গিয়া জগন্নাথ দেবের সম্মুখে ক্রন্দন করিতে করিতে আর্ত্তি-ভরে প্রার্থনা করিলেন এবং তাহার একটি ত্যক্ত কলেবর চাহিলেন।

ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্নাদেশ করিয়া একটি মূর্ত্তি দেওয়াইলেন। জগদীশ পণ্ডিত ওই জগন্নাথ মূর্ত্তি স্কন্ধে বহন করিয়া যশোড়াতে স্থাপন করিলেন। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত হইয়া জগদীশ পণ্ডিতকে দেখা দিলেন এবং বলিলেন আমি নীলাচলে যাইতেছি, তুমি এইখানে থাকিয়া এই শ্রীবিগ্রহের সেবা কর। পণ্ডিত ব্যথিত চিত্তে গৌর-গোপাল বিগ্রহ ও জগন্নাথ বিগ্রহের সেবা করিতে লাগিলেন। অদ্যাবধি যশোড়ায় শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ ও শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহ সেবিত হইতেছে।

রামকেলি—মালদহ জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ হইতে ৩৩৬ কিঃ মিঃ দূরে মালদা টাউন ষ্টেশন। তথা হইতে প্রায় ১২ কিঃ মিঃ দূরে রামকেলি গ্রাম। এখানে রূপ, সনাতন, শ্রীবল্লভ, শ্রীজীব, কেশব ছত্রী, তৎপুত্র দুর্ল্লভ ছত্রীর শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু এখানে সপার্ষদ আগমন করিয়াছিলেন। রূপ ও সনাতনের নাম ছিল সাকর মল্লিক ও দবির খাস। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী এই নাম প্রদান করেন। এখানে রূপসাগর নামক একটি বিরাট পুকুর এবং জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য পাদপীঠ বর্ত্তমান আছে। শ্রীমন্দিরে বিগ্রহগণের দর্শন অতি মনোরম।

রেয়াপুর—ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া লাইনে হাওড়া হইতে ১৫১ কিঃ মিঃ দূরে জঙ্গীপুর রেল ষ্টেশন, তথায় নামিয়া রেয়াপুর যাইতে হয়। এখানে শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের লেখক নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শ্রীপাট অবস্থিত। তাঁহার পিতা জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন।

রাজমহল—বর্ত্তমান বাংলাদেশের রাজসাহী জেলায় অবস্থিত। শ্রীপাট খেতুরীর নিকটবর্তী স্থান। এখানে ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য শ্রীচাঁদরায়ের শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীরাঘবেন্দ্ররায় ছিলেন রাজমহলের জমিদার। তাহার দুই পুত্র চাঁদ রায় ও সন্তোষ রায় উভয়েই দস্যুবৃত্তি করিত। ঠাকুর নরোত্তমের কৃপায় চাঁদ রায় পরম বৈষ্ণব হইলেন।

রোহিণী—মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। গোপীবল্লভপুরের নিকটবর্তী স্থান, এখানে শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য শ্রীরসিকানন্দের শ্রীপাট অবস্থিত।

শান্তিপুর—নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ৯৪ কিঃ মিঃ দূরে শান্তিপুর লোকালে যেতে পারা যায়। এখানে গৌর-আনা ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের শ্রীপাট বিরাজিত। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর জন্ম হয় শ্রীহট্টে। তাঁহার বার বৎসর বয়ঃক্রমকালে শান্তিপুরে বাস আরম্ভ করেন। তাহার পিতা কুবের পণ্ডিত ও মাতা নাভা দেবী। অদ্বৈত প্রভুর অল্প বয়সেই পিতৃ ও মাতৃবিয়োগ হয়। শ্রীধাম বৃন্দাবনে তীর্থ পর্য্যটনে গিয়া নিকুঞ্জবন হইতে বিশাখার নির্মিত মদনগোপালের চিত্রপট ও গণ্ডকী নদী হইতে শালগ্রাম শিলা আনয়ন করেন। অতঃপর শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ শান্তিপুর আসিলে তাঁহার নিকট মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরুদেবের আদেশে রাধিকার চিত্রপট নির্মাণ করাইয়া যুগল কিশোরের সেবা প্রণয়ন করেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য শ্রী ও সীতাদেবী নামক দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। চৈতন্য ভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর অদ্বৈত আচার্য্যের মহিমার কথা প্রচুরভাবে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ মিশ্র, গোপাল, বলরাম প্রভৃতি অদ্বৈত আচার্য্যের পুত্রগণের মধ্যে প্রধান। এই স্থানেই অদ্বৈত আচার্য্যপ্রভু তাঁহার শ্রীরাধা মদনগোপালদেবে অন্তর্দ্ধান লীলা করিয়াছেন।

শালিগ্রাম—শিয়ালদহ হইতে লালগোলা লাইনে ১১৮ কিঃ মিঃ দূরে মুরাগাছা ষ্টেশন। তথায় নামিয়া তিন কিঃ মিঃ দূরে শালিগ্রাম অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবা দেবীর সহিত নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ হয়।

শীতলগ্রাম—বর্দ্ধমান কাটোয়া রেলপথে বর্দ্ধমান হইতে ৩৬ কিমিঃ দূরে কৈচর ষ্টেশন। তথায় নামিয়া ১৩ কিঃ মিঃ দূরে শীতলগ্রাম অবস্থিত। এখানে শ্রীদ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট অবস্থিত।

শ্রীহট্ট—বর্ত্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত। এইস্থান বহু গৌরাঙ্গ পার্ষদের আবির্ভাব ভূমি। শ্রীহট্টের বড়গঙ্গায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র, পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর জন্মস্থান। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতামহ শ্রীদুর্গাদাস মিশ্রের এখানে বসতি ছিল। শ্রীবাস পণ্ডিতের পিতা শ্রীজলধর পণ্ডিতের শ্রীহট্টের ভিটাদিয়া গ্রামে বসতি ছিল। শ্রীহট্টে লাউড়ের অন্তর্গত নবগ্রামে অদ্বৈত আচার্য্য এবং তাঁহার পিতা কুবের পণ্ডিতের জন্মস্থান। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মেসো শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের ও ভক্তপ্রবর মুরারী গুপ্তের শ্রীপাট অবস্থিত।

শালডাঙ্গা মনসুরপুর—এখানে রামাই পণ্ডিতের শিষ্য বড়ু ঠাকুরের শ্রীপাট অবস্থিত।

সপ্তগ্রাম—হুগলী জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল বর্ধমান লাইনে হাওড়া হইতে ৪৩ কিঃ মিঃ দূরে ব্যাণ্ডেল জংশনের পরের ষ্টেশন আদি সপ্তগ্রাম। তথায় নামিয়া অল্পদূরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পূর্বদিকে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট এবং ওই রাস্তার পশ্চিম দিকে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাট। সপ্তগ্রামে বহু বৈষ্ণবের লীলাভূমি বিরাজিত। এখানে রঘুনাথ দাস গোস্বামী, উদ্ধারণদত্ত ঠাকুর. কমলাকর বিপ্পলাই, বলরাম আচার্য্য, কমলাকান্ত পণ্ডিত, নৃসিংহ ভাদুরী, কালিদাস, যদুনন্দন আচার্য্য, সুগ্রীব মিশ্র প্রভৃতির শ্রীপাট বর্ত্তমান আছে। প্রিয়ব্রত রাজার পুত্র অগ্নিধ্র প্রভৃতি সাতজন ঋষি এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম সপ্তগ্রাম হয়। এই সপ্তগ্রামে হিরণ্য, গোবর্দ্ধন নামক দুই জমিদার ভ্রাতা বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র ছিলেন রঘুনাথ দাস। এখানে হরিদাস ঠাকুর আসিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন এবং রঘুনাথ দাসকে কৃপা করিয়াছিলেন। রঘুনাথ দাসের বৈরাগ্য দেখিয়া তাহার পিতা মাতা পরমাসুন্দরী এক কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু যাহাকে কৃপা করিয়াছেন তাহাকে কে বাঁধিতে পারে। তিনি ইন্দ্রসম

ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরাসম পত্নীকে ত্যাগ করিয়া পুরীতে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিলেন। মহাপ্রভু কৃপা করিয়া তাহাকে একটি গোবর্ধন শিলা ও গুঞ্জা মালা প্রদান করিয়াছিলেন।

উদ্ধারণদত্ত ঠাকুর কৃষ্ণপুরের অধিবাসী, তিনি নিত্যানন্দের পার্ষদ ছিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু যখন সপ্তগ্রামে প্রেম প্রচার করেন সেইসময় উদ্ধারণদত্ত ঠাকুর সবসময় তাঁহার সহিত বিরাজ করিতেন।

যদুনন্দন আচার্য্য ছিলেন হিরণ্য গোবর্দ্ধনের গুরুদেব। এই যদুনন্দন আচার্য্যের গৃহ হইতেই রঘুনাথ দাস পালাইয়া শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন।

কালিদাস রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি খুড়া ছিলেন। তিনি সকল বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন। তিনি একসময় ঝড়ু ঠাকুরকে আম্র ভেট দিয়া সেই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হন। সেই ঝড় ঠাকুরের শ্রীপাট ভেদুয়া গ্রাম সপ্তগ্রামের অনতিদূরে অবস্থিত।

এই সপ্তগ্রামের অন্তর্গত নারায়ণপুর নামক স্থানে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর শ্বশুর শ্রীনৃসিংহ ভাদুরীর শ্রীপাট অবস্থিত।

শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই ছিলেন শ্রীদাম সখার অবতার। ইনিও নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেম প্রচারের সহায়ক ছিলেন।

সৈদাবাদ—মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। কাশিমবাজার ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। এখানে নরোত্তম দাস ঠাকুরের শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের সেবিত শ্রীমনমোহন রায়ের সেবা বিরাজিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখানে নিজের গুরুদেব শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তীর নিকট কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।

সুখসাগর—শিয়ালদহ রাণাঘাট লাইনে, শিয়ালদহ হইতে ৫৮ কিমিঃ দূরে শিমুরালি ষ্টেশন। তথা হইতে প্রায় তিন কিঃ মিঃ দূরে সুখসাগর। এখানে সদাশিব কবিরাজের পৌত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাসের পুত্র শ্রীকানাই ঠাকুরের শ্রীপাট। ইনি ব্রজে শ্রীকৃষ্ণলীলায় উজ্জ্বল

শ্রীখণ্ডে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের পূজিত শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ
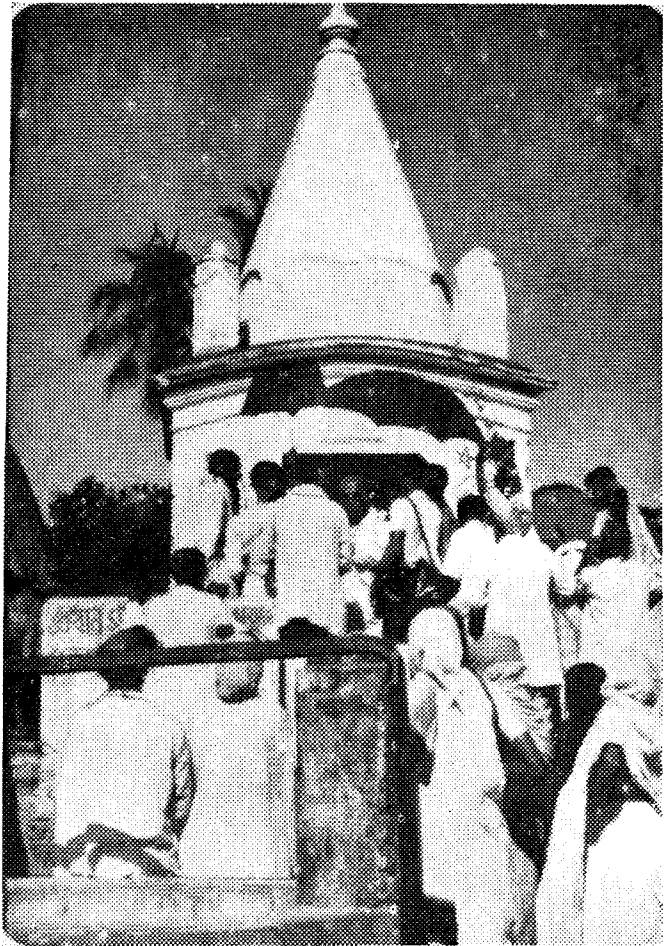
শ্রীরামকেলী—শ্রীরূপসনাতন সহ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রথম মিলনক্ষেত্র। (পৃঃ ৫৩)

সখা ছিলেন। ইনি যোগ অবলম্বন করিয়া সুখসাগরে মাটির নীচে অবস্থান করিতেছিলেন। বহুকাল পরে কুম্ভকারগণ মাটি খননকালে তাঁহার অঙ্গে আঘাত লাগে, ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি খুব ক্ষুধার্ত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম দাসের গৃহে আগমন করেন। পুরুষোত্তম দাসের পত্নী বাৎসল্যভাবে তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। যোগীবরকে তাহার পুত্ররূপে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু যোগীবর বলিলেন—"আমি এই দেহে আর অবস্থান করিতে পারি না, এই দেহ ত্যাগের পর তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব।" এই বলিয়া যোগীবর অন্তর্দ্ধান করিলেন, এরপর পুরুষোত্তমের পত্নী জাহ্নবা দেবীর গর্ভে একটি পুত্র জন্মে। এই পুত্রটি বড় হইয়া নিত্যানন্দপ্রভুর পার্ষদ ঠাকুর কানাই নামে পরিচিত হন। শুকচরের শ্রীপাট গঙ্গাগর্ভে পতিত হওয়ায় শ্রীপাটের শ্রীবিগ্রহ শিমুরালি ষ্টেশনের নিকট চান্দুর গ্রামে স্থানান্তরিত হয়।

সরডাঙ্গা সুলতানপুর—নদীয়া জেলায় সুখসাগরের নিকটবর্ত্তী স্থান। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট বিরাজিত।

স্বর্ণগ্রাম—বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় অবস্থিত। এখানে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণগোপালের শ্রীপাট অবস্থিত।

সাঁচড়া পাঁচড়াগ্রাম—বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ব্যাণ্ডেল বর্দ্ধমান রেলপথে হাওড়া হইতে ৮২ কিঃ মিঃ দূরে মেমারী ষ্টেশন। তথা হইতে বাস রাস্তায় প্রায় ৭ কিঃ মিঃ দূরে সাঁচড়া পাঁচড়াগ্রাম। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট।

সাঁইবোনা—উত্তর চব্বিশ পরগণায় অবস্থিত। কলিকাতা রাণাঘাট রেলপথে কলিকাতা হইতে ২৩ কিঃ মিঃ দূরে ব্যারাকপুর ষ্টেশন তথায় নামিয়া অল্পদূরে সাঁইবোনা। বাসযোগেও যাওয়া যায়। শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভু বাদশার নিকট হইতে একটি তেলুয়া পাথর নিয়া

আসেন। সেই পাথরটী হইতে তিনটী শ্রীবিগ্রহ নির্মিত হয়। শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীনন্দদুলাল। শ্রীনন্দদুলাল এখানে সেবিত হইতেছেন। শ্রীশ্যামসুন্দর খড়দহে এবং শ্রীরাধাবল্লভ শ্রীরামপুরে সেবিত হইতেছেন।

সাগরদ্বীপ বা গঙ্গাসাগরতীর্থ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তীর্থ ভ্রমণকালে সাগর সঙ্গমে স্নান করিয়া সাগরতীর্থকে ধন্য করিয়াছিলেন। গঙ্গাসাগর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। কলিকাতা হইতে গঙ্গাসাগরের দূরত্ব ৮০ কিমিঃ। কলিকাতা শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ট্রেনযোগে ডায়মণ্ডহারবার ষ্টেশন ৬০ কিঃ মিঃ। তথা হইতে বাসযোগে কাকদ্বীপ প্রায় ৫ কিঃ মিঃ। কাকদ্বীপ হইতে লঞ্চযোগে কচুবেরিয়া ঘাট পৌঁছে তথা হইতে বাস-যোগে সাগরদ্বীপ। কলিকাতা হইতে সরাসরি বাসযোগেও কাকদ্বীপ যাওয়া যায়। সাগরদ্বীপ গঙ্গার একটি ব-দ্বীপ। এই দ্বীপের দুইদিক দিয়া গঙ্গানদী প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। পশ্চিম দিকের স্রোতটী গভীর, ঐ দিক দিয়া জাহাজ কলিকাতা আসে। পূর্বদিকের ধারাটী তেমন গভীর নহে, জাহাজ চলাচলের উপযোগী নহে।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে এবং অন্যান্য পুরাণে সগর রাজার ইতিহাস বর্ণিত আছে। রাজা সগর একবার অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া রক্ষণার্থ তাহার ষাট সহস্র পুত্রকে নিযুক্ত করেন। হঠাৎ অশ্বটীকে দেবরাজ ইন্দ্র চুরি করিয়া পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে ধ্যান মগ্ন মুনির নিকটে বেঁধে চলে যান। সগর পুত্রগণ খনন করিতে করিতে মুনির আশ্রমে গিয়া ঘোড়ার দর্শন পায়। "এই ভণ্ড ঋষিই আমাদের অশ্বটীকে আহরণ করিয়াছেন।" এই মনে করিয়া মুনিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে তারা মুনির কোপানলে ভস্মীভূত হয়। সগর রাজার অন্য পুত্র অংশুমান মুনি সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে অনেক স্তব স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে মুনি কৃপা করিয়া অশ্বটী প্রদান করিলেন। অংশুমানের প্রার্থনায় জানাইলেন একমাত্র গঙ্গার

পূতবারি স্পর্শেই সগর সন্তানগণের মুক্তিলাভ হইবে। অংশুমান অশ্ব নিয়া যজ্ঞ সমাপন করিলেন বটে কিন্তু সমস্ত জীবন কঠোর তপস্যা করিয়াও গঙ্গা আনয়নে বিফল রহিলেন। তৎপর তৎপুত্র দিলীপও গঙ্গা আনয়নে ব্যর্থ হন। তৎপুত্র ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গাদেবী ভূতলে আসেন। তিনি হিমালয় পর্বতের তুষারাবৃত গঙ্গোত্রী স্থানে আবির্ভূত হইয়া সমস্ত উত্তর ভারত পরিভ্রমণ পূর্বক বঙ্গদেশে প্রবেশ করেন এবং সমস্ত বঙ্গদেশকে তাহার পবিত্র বারিধারায় প্লাবিত করিয়া গঙ্গাসাগর তীর্থে সাগরে মিলিত হন।

প্রত্যব্দ এখানে পৌষমাসের সংক্রান্তি দিবসে পুণ্যার্থীগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগমন করতঃ সাগর সঙ্গমে স্নান করেন। ঐ সময় কলিকাতা হইতে সোজা বাস বা লঞ্চ যোগে সাগরসঙ্গমে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এখানে কপিলমুনির মন্দির আছে। সিন্দুর দ্বারা মূর্তিটিকে এমনভাবে লেপিয়াছেন পুণ্যার্থীগণ, যে মূর্তিটির কিছুই দেখা যায় না। এখানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পরিচালিত একটি সুন্দর ধর্মশালা আছে। তথাকার যাত্রী নিবাসে বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

সীতানগর—এখানে অভিরাম গোপালের শিষ্য ঠাকুর মোহনের শ্রীপাট। তাহার অতিসুন্দর দাঁড়ি থাকার দরুণ লোক তাকে দাঁড়িয়া মোহন বলিত।

সোনাতলা—হাওড়া জেলায় অবস্থিত। হাওড়া হইতে বাসে আমতা, তথা হইতে সাইকেল রিক্সা অথবা ট্যাক্সিতে যাওয়া যায়। এখানে অভিরাম গোপালের শিষ্য রঙ্গন কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট।

সুখচর—২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। ব্যারাকপুর শ্যামবাজার বাসরুটের উপর অবস্থিত। এখানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া শ্রীগোবিন্দ দত্তের শ্রীপাট বিরাজিত। ইনি নিতাই গৌরাঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। এই বিগ্রহ বর্তমানে সুখচর নিবাসী মহেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের দেবালয় সীমানার মধ্যে পড়িয়াছে।

হেলনগ্রাম—হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে বাস-যোগে এখানে যাওয়া যায়। ইহার বর্ত্তমান নাম হেলানগ্রাম। এখানে

ঠাকুর অভিরাম গোপালের শিষ্য পাখিয়া গোপালের শ্রীপাট। এক সময় অভিরাম ঠাকুরের শক্তি পরিমাপ জন্য প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীপাট হেলনে আসিয়া গোপাল দাসকে বলিলেন, "আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে আমি শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিব"। গোপাল বিপাকে পড়িয়া গুরুদেবকে স্মরণ করিলেন। অভিরাম ঠাকুর সেবকের দুঃখ জানিয়া তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং গোপালের দুই হস্তে দুটি পাখা বাঁধিয়া তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া পাখির মত উড়াইয়া দিলেন। গোপাল অল্পক্ষণ মধ্যে শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রসাদ আনিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু অভিরাম ঠাকুরসহ মহানন্দে সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। সেই হইতে গোপালের নাম পাখিয়া গোপাল হইল। অভিরাম ঠাকুরের আদেশে গোপাল মদন গোপালের বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন।

হরিনদীগ্রাম—নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শান্তিপুর হইতে প্রায় ৫ কিঃ মিঃ দূরে। নবদ্বীপ লীলা কালে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শান্তিপুর হইতে এই গ্রামে গিয়াছিলেন। হরিনদী গ্রাম হইতে নৌকাযোগে কালনায় গমন করেন।

"পণ্ডিতে কহে শান্তিপুরে গিয়াছিনু।
হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িনু॥
গঙ্গা পার হইনু নৌকা বাহিয়ে বৈঠায়।
এই লেহ বৈঠা দিলুম তোমায়।"

—ভক্তিরত্নাকর

হরিনদীগ্রামে এক দুষ্ট ব্রাহ্মণ হরিদাস ঠাকুরকে অপমান করিয়া তার উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছিল।

হরিনদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জন।
হরিদাসে দেখি ক্রোধে বলয়ে বচন॥
ওহে হরিদাস এ কি ব্যভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার॥

—চৈতন্যভাগবত

হরিদাস ঠাকুর পণ্ডিতদের সভায় উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিবার উপযুক্ত প্রমাণ দিলেও ব্রাহ্মণ হরিদাসকে বহু ভৎসনা করিলেন। মহাভাগবত হরিদাস উহা ক্ষমা করিলেও ভক্তবৎসল ভগবান উহা ক্ষমা করেন নাই। অল্পদিন মধ্যেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই বিপ্রের নাক খসিয়া পড়িল।

হুসনপুর—এখানে ঠাকুর নরোত্তমের প্রশিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের শিষ্য শ্রীস্বরূপ চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট। তিনি এই স্থানে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা প্রকাশ করেন।

হিজলী—মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। হাওড়া খড়্গপুর ভিজাগাপত্তম্ লাইনে খড়্গপুরের পরের ষ্টেশন হিজলী হাওড়া হইতে ১২০ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। এখানে শ্রীরসিকানন্দের পত্নী ইচ্ছা দেবীর জন্মভূমি। তাহার পিতৃদেব ছিলেন বলভদ্র দাস।

হালদামহেশপুর—বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলায় অবস্থিত। মাজ্দিহ রেল ষ্টেশন হইতে ২০ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। এখানে শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট। ইনি শ্রীকৃষ্ণ অবতারে সুদাম ছিলেন।

পরিক্রমার ক্রম

প্রথম দিবস—যাহারা কলিকাতা হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিবেন তাহাদের পক্ষে প্রথম দিন গঙ্গাসাগরে যাওয়ার পথে আটিসারা ছত্রভোগ হয়ে গঙ্গাসাগর তীর্থে যাওয়া সুবিধাজনক।

দ্বিতীয় দিবস—গঙ্গাসাগরে রাত্রিবাস করিয়া তথা হইতে কলিকাতা ফিরিয়া বাসযোগে বরাহনগর শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্যের শ্রীপাট। এড়িয়াদহে শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ শ্রীগদাধর দাসের শ্রীপাট। তথা হইতে পানিহাটী শ্রীরাঘব ভবন ও গঙ্গাতীরে দণ্ডমহোৎসবের স্থান দর্শন করিয়া তথায় রাত্রিবাস।

তৃতীয় দিবস—খড়দহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলাভূমি ও শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর প্রকটিত শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ দর্শনান্তে ব্যারাকপুরের নিকটবর্ত্তী সাঁইবোনাতে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর প্রকটিত তিনটি শ্রীবিগ্রহের দ্বিতীয় বিগ্রহ শ্রীনন্দদুলাল বিগ্রহ দর্শন, তথা হইতে হালিসহরে ঈশ্বর পুরীপাদের জন্মভূমি ও শ্রীচৈতন্যডোবা দর্শন, নিকটবর্ত্তী কাঁচড়াপাড়ায় শ্রীশিবানন্দ সেনের শ্রীপাট দর্শন, তথা হইতে শিমুরালি ষ্টেশনে নামিয়া সরডাঙ্গা সুলতানপুর ও সুখসাগর (সরডাঙ্গা সুলতানপুরে মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট ও সুখসাগরে শ্রীকানাই ঠাকুরের শ্রীপাট, তথা হইতে চাকদহে নামিয়া শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট এবং এখানে রাত্রিবাস।

চতুর্থ দিবস—চাকদহ হইতে বীরনগরে নামিয়া উলাতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব ভূমি দর্শন করিয়া নিকটবর্ত্তী কালীনারায়ণপুর জংশন ষ্টেশনে ফিরিয়া শান্তিপুর লোকাল যোগে ফুলিয়া ষ্টেশনে নামিয়া ফুলিয়া গ্রামে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের গোফা ও পয়ার ছন্দে শ্রীরামায়ণের রচয়িতা শ্রীকৃত্তিবাস ওঝার জন্মস্থান দর্শনান্তে তথা হইতে বাসযোগে অথবা ট্রেন-যোগে শান্তিপুর অদ্বৈত আচার্য প্রভুর শ্রীপাট দর্শন করিবে, তথা হইতে শান্তিপুর নবদ্বীপ ঘাট ছোট লাইনের গাড়ীতে কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে নামিয়া রিক্সা অথবা বাসযোগে শ্রীনৃসিংহ দেবের মন্দির মধ্যদ্বীপে দর্শন করিয়া কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া ছোট লাইনের গাড়ীতে অথবা

বাসযোগে ফকিরতলায় নামিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজন কুটীর শ্রীস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ দর্শন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ ও ঐ মঠে বিরাজিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাবলী দর্শনান্তে হুলোর ঘাটে খেয়া পার হইয়া মায়াপুর তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান, চৈতন্যমঠ প্রভৃতি দর্শন করিয়া পায়ে হাঁটিয়া নবদ্বীপের অন্যতম দ্বীপ শ্রীরুদ্রদ্বীপ দর্শন করিয়া পায়ে হাঁটিয়া শ্রীসীমন্তদ্বীপ (বর্তমান নাম বেলপুকুর) প্রায় ৮ কিঃ মিঃ পায়ে হাঁটীতে অসমর্থ হইলে রুদ্রদ্বীপ যাওয়ার অন্য উপায় সাইকেল রিক্সা করে যাওয়া যায় এবং ঐ রিক্সাই আবার বেলপুকুর নিয়া যাবে। বেলপুকুরে শ্রীশচীমায়ের পিতৃদেব শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর পূজিত শ্রীবিগ্রহ শ্রীমদনগোপাল দর্শন করিয়া এই স্থানেই রাত্রের বিশ্রাম করা সঙ্গত।

পঞ্চম দিবস—বেলপুকুর হইতে বাসযোগে ধুবুলিয়া তথা হইতে লালগোলাগামী ট্রেনযোগে মুড়াগাছা নামিয়া বড়গাছি ও শালিগ্রামে দর্শনান্তে পুনরায় ট্রেনযোগে বহরমপুর ষ্টেশনে নামিয়া শ্রীকৃষ্ণরায় ও শ্রীমনমোহন রায় বিগ্রহ দর্শন করিয়া জিয়াগঞ্জে যাইবে ; ট্রেন অথবা বাসে করিয়া যাওয়া যায়। তথায় গাম্ভীলার শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট দর্শনান্তে পুনঃ ট্রেনযোগে অথবা বাসযোগে ভগবানগোলা ষ্টেশনে যাইবে অথবা বাসযোগে বুধরীতে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের পাট দর্শন করিবে। বুধরীতে রাত্রিবাস করা সুবিধাজনক।

ষষ্ঠ দিবস—বুধরী হইতে জিয়াগঞ্জ এসে গঙ্গা পার হইয়া পশ্চিম তীরে আজিমগঞ্জ গিয়া ট্রেন ধরিবে। ট্রেনযোগে মালদহে নামিয়া ৮ কিঃ মিঃ দূরে শ্রীজঙ্গলীর শ্রীপাট দর্শন করিয়া বাসযোগে রামকেলি গ্রামে শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামিদ্বয়ের শ্রীপাট দর্শন করিয়া তথায় রাত্রিযাপন করা সুবিধাজনক। অল্প অর্থ দিয়া সর্বত্রই প্রসাদ পাওয়ার সুবিধা আছে।

সপ্তম দিবস—মালদহ হইতে ট্রেনযোগে রাজমহল ষ্টেশনে নামিয়া বাসযোগে কানাই নাটশালা দর্শন করিবে। তথা হইতে ট্রেনযোগে সাইথিয়া আসিবে। বাসযোগে বীরচন্দ্রপুর (একচক্রাগ্রাম) শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবস্থলীতে ধর্মশালায় রাত্রি যাপন।

অষ্টম দিবস—একচক্রা হইতে বাসযোগে বক্রেশ্বর উষ্ণ প্রস্রবণ ও শ্রীশিব দর্শন করিয়া বাসযোগে কেন্দুবিল্ব জয়দেব গোস্বামীর শ্রীপাট দর্শন করিয়া তথায় রাত্রিবাস করিবে।

নবম দিবস—কেন্দুবিল্ব হইতে বাসযোগে যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীপাট দর্শন করিয়া বাসযোগে শ্রীখণ্ডে যাইবে। তথায় শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট ও সমাধি দর্শন। তথায় শ্রীমুকুন্দ দাস ও তৎপুত্র শ্রীরঘুনন্দনের পূজিত লাড্ডুগোপাল দর্শন করিবে। তথা হইতে বাসযোগে অথবা ট্রেনে কাটোয়ায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ স্থান দর্শন করিবে। কাটোয়া হইতে বাসযোগে অথবা ট্রেন-যোগে ঝামটপুরে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীপাট দর্শন করিবে। কাটোয়ায় রাত্রিবাস করা সুবিধাজনক।

দশম দিবস—কাটোয়া হইতে বাসযোগে মামগাছিতে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট ও শ্রীসারঙ্গ মুরারীর পাট দর্শন করিয়া চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর গদাধরের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া বাস অথবা ট্রেনযোগে অম্বিকা কালনাতে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের প্রকটিত শ্রীগৌর-নিতাই দর্শন করিবে। তথা হইতে বাসযোগে বাঘ্নাপাড়াতে শ্রীরামাই পণ্ডিতের প্রকটিত শ্রীরামকানাই বিগ্রহ দর্শন করিবে। তথা হইতে বাসযোগে সপ্তগ্রাম ও উদ্ধারণপুর দর্শনান্তে শ্রীরামপুরে বাসযোগে যাইবে। তথায় শ্রীরাধাবল্লভ দর্শন ও চাতরাবল্লভপুরে শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের শ্রীপাট দর্শন করিয়া শ্রীরামপুরে রাত্রিবাস করা সুবিধাজনক।

একাদশ দিবস—শ্রীরামপুর হইতে ট্রেনে সোজা তারকেশ্বর দর্শন করিয়া বাসযোগে খানাকুল কৃষ্ণনগরে অভিরাম গোপাল দর্শন করিয়া বাসযোগে ও কিছুটা হাঁটাপথে কুলীগ্রনামে যাইবে এবং কুলীনগ্রামে রাত্রিবাস করিবে।

দ্বাদশ দিবস—কুলীনগ্রাম হইতে বাসযোগে বিষ্ণুপুর যাওয়ার সুবিধা আছে। বিষ্ণুপুর ও গড়বেতা দর্শন করিয়া ট্রেনযোগে খড়্গপুর গিয়া গোপীবল্লভপুর দর্শন এবং তথায় রাত্রিবাস।

ত্রয়োদশ দিবস—গোপীবল্লভপুর হইতে পিছলদা হয়ে কলিকাতা।

রিজার্ভ বাসযোগে পার্টি সহ পরিক্রমা করিলে এক দুদিন ক ও পরিক্রমা সমাপ্ত করা যায়। এই ক্রমানুসারে নিজেদের সুবিধামত প্রোগ্রাম করিবেন।

গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-কৃত

১ম স্কন্ধ হইতে ৬ষ্ঠ স্কন্ধ

১০ম স্কন্ধ (ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা)

(অপর স্কন্ধগুলি যন্ত্রস্থ)